মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
আগস্ট ২০২০ ঈসায়ী
জিলহজ্জ - মুহাররম ১৪৪২ হিজরী
শ্রাবণ - ভাদ্র ১৪২৭ বাংলা

ভিক্টোরিয়া ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
যুক্তরাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব	৩য় বর্ষ	৫ম সংখ্যা
আগস্ট	২০২০ ঈসায়ী	
জিলহজ্জ-মুহাররম	১৪৪১/১৪৪২ হিজরী	
শ্রাবণ-ভাদ্র	১৪২৭ বাংলা	

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মাদ আযহার উদ্-দীন

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আবদুন নূর বিন আবদুল জব্বার

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো: রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম

প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

আইজিপি [অব.] মুহাম্মদ রুহুল আমীন

প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম

প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
শাইখ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ ইব্রাহীম আবদুল হালীম মাদানী
শাইখ আবদুন নুর বিন আবু সাঈদ মাদানী
শাইখ আবদুল্লাহ বিন শাহেদ মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪

সম্পাদক	: ০১৭১৬১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক	: ০১৯১৬-৭০০৮৬৬
সার্কুলেশন বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
	০১৭৮৮-৪০২৯৮৮
বিকাশ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ই-মেইল

tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd

মূল্য : ২০/- [বিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٩٥١٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٥٠٦٠٥٤٠
المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، الرئيس المؤسس لمجلس التحرير : العلامة الدكتورمحمد عبد الباري رحمه الله المشرف العام للمجلة : الأستاذ محمد مبارك علي، رئيس التحرير : الأستاذ الدكتور أحمد الله تريشالي ، مساعد التحرير : الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩০০/-	১৫০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

- **দারসুল কুরআন** ০৩
  শাইখ আনোয়ারুল ইসলাম মাদানী
- **দারসুল হাদীস** ০৬
  শাইখ মো: ঈসা মিঞা
- **সম্পাদকীয়** ০৮

প্রবন্ধ :

- **সূরা আল-ফাতিহা: তাফসীর, ফযীলত, রহস্য ও একশ'টি মাসআলা** ০৯
  অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক
- **খুতবার নিয়ম-বিধান**..... ১৪
  শাইখ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
- **ইসলামের ছায়ায় শিশুদের প্রতিপালন**.....১৭
  শাইখ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
- **একমাত্র আল্লাহর ইবাদত : তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ**.....২১
  মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান
- **শিয়াদের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আকীদাহ:**.....২৪
  শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
- **মুহাম্মদ ﷺ-এর সৃষ্টি সম্পর্কে বাতিলপন্থীদের দলীলসমূহের পর্যালোচনা**.....২৬
  আব্দুল বাসির বিন নওশাদ
- **কোভিড-১৯ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের নতুন মাত্রা**.....৩২
  মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
- **বিপদাপদ অবতরণকালে মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করা ও বিনীত হওয়া আবশ্যক**.....৩৫
  অনুবাদ : মুহা: মাহমুদুল হাসান
- **আমাদের প্রতি রাসূলের অধিকারসমূহ**.....৩৯
  আব্দুল্লাহ বিন আইউব
- **শ্রাবণ মাসের কৃষি** ৪৩
  তর্জুমান ডেস্ক
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৫

দারসুল কুরআন \ من دروس القرآن

মুহাররম মাস ও তার শিক্ষা

শাইখ আনোয়ারুল ইসলাম মাদানী❖

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।[১]

পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে বছর বার মাসে গণনা হয়ে আসছে। চাই তা ইসলামী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হোক অথবা অনৈসলামিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হোক। এখানে আল্লাহর এক শক্তি ফুটে উঠেছে- যারা আদিকাল থেকে হোক অথবা বর্তমানে আধুনিক যুগের অত্যাধুনিক সব টেকনোলোজির মাধ্যমে নিজেদের ফুটিয়ে তুলতে যেয়ে সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর অবাধ্যতা করতে চায় তারাও কিন্তু আল্লাহর এই সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে স্রষ্টার পক্ষ থেকে বেঁধে দেয়া বছর গণনায় বার মাসী নিয়ম মেনে চলছেন। তাই তিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিচ্ছেন বছর গণনার ক্ষেত্রে মাস বারোটি। এটি আল্লাহ প্রদত্ত। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে এভাবেই চলে আসছে। তবে এর মধ্যে চারটি মাস রয়েছে সম্মানিত :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ، مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ "

আবু বাকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টির শুরু থেকে বছরে বারো মাস গণনা করা হয়ে আসছে। আর তার মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। তিনটি একত্রিত যেমন- যিলকদ, যিলহজ্জ, ও মুহাররম অপরটি হলো রজব (অর্থাৎ, জামাদিউস সানী) জুমাদা ও শাবান মাসের মাঝে রয়েছে।[২]

﴿ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন : এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান, অর্থাৎ পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে আর কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলবে, এর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হবে না।

﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

অর্থাৎ : সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। অত্র আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপরোল্লিখিত চার মাসের মধ্যে নিজেদের উপর সব ধরনের অত্যাচার-অনাচার করতে নিষেধ করেছেন।

এখানে বিশেষভাবে যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব এই চার মাসে সব ধরনের অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, যুলুম নির্যাতন করতে নিষেধ করেছেন।

আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআনে বলা হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে এই চার মাসকে উল্লেখ করেছেন এগুলোর সম্মানার্থে, যদিও নিজেদের উপর যুলুম নির্যাতন করা বছরের সব মাসেই নিষেধ।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : অন্যায়-অত্যাচার বা গুনাহের কাজ সবসময়ই নিষেধ অতঃপর এই চার মাসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এগুলোর সম্মানের জন্য এবং এ সময়ে করা অন্যায় একেকটি মহা অন্যায়ে রূপান্তরিত হয় যেমন এসময়ে করা একেকটি উত্তম ও ভাল কাজও অনেক সওয়াবের কাজ হয়।

❖ *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি আরব। কর্মকর্তা, বাংলাদেশ আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ঢাকা।*

[১] *সূরা তাওবা আয়াত: ৩৬*

[২] *সহীহ বুখারী হা: ৪৬৬২*

সম্মানিত মাসের মধ্যে অন্যতম একটি মাস হলো মুহাররম মাস। এ মাসটি আরবী হিজরী সন গণনার প্রথম মাস। অর্থাৎ এ মাস দিয়েই আরবী মাস শুরু হয়। ইসলাম ও ইসলাম পূর্ব যুগে এমাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ মাসের গুরুত্ব নিয়ে কুরআন ও হাদীসে বিশদ আলোচনা রয়েছে। আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাবো ইন শা আল্লাহ।

রাসূল ﷺ-এর পূর্বের সকল ধর্মেই এ মাসের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» ، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ» ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহুদীগণ আশুরার দিনে সওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন; কী ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সওম পালন কর কেন?) তারা বলল: এ তো অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এদিনে মূসা عليه السلام সাওম পালন করেন। (তাই আমরাও এ দিনে সওম পালন করি) আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : আমি তোমাদের চাইতে মূসা عليه السلام -এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিনে সওম পালন করেন এবং (অন্যদের সওম পালনের নির্দেশ দেন।[৩]

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ»

আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আশুরার সিয়াম পালনের জন্য আদেশ করেছিলেন। অতঃপর যখন রমাযানের সিয়াম ফরয হলো তখন তিনি বলেন, যে চায় সে (আশুরার) সিয়াম পালন করবে, আর যে চায় সে ছেড়ে দিবে।[৪]

[৩] *সহীহ বুখারী হা: ২০০৪*
[৪] *সহীহ বুখারী হা: ২০০১*

উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে বছরের গণনায় বারোটি মাস ও তন্মধ্যে সম্মানিত চারটি মাস সম্পর্কে জানতে পারলাম। বিশেষভাবে মুহাররম মাস সম্পর্কেও জানতে পারলাম। এক্ষণে আমরা বছরের প্রথম মাস হিসেবে আমাদের কিছু করণীয় আছে কিনা জানার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ।

আরবী বছরের প্রথম মাস মুহাররম। এমনিভাবে আমরা বাঙালী হিসেবে আমাদের কাছে বাংলা নববর্ষও আসে। আবার ইংরেজী হিসেবকে প্রাধান্য দেয়ার ফলে অঘোষিত ইংরেজী নববর্ষকেও আমরা গণনা ও মান্য করে থাকি।

আমাদের মাঝে এমন অনেকে রয়েছেন যারা মনে করেন যে, বছরের প্রথম দিন পূর্ববর্তী বছরের যত ভুলভ্রান্তি ও ক্লান্তি আছে তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন উদ্যমে আবারো নতুন বছর শুরু করব। গত বছরের চেয়ে এ বছর যেন ভালো যায় এ জন্য বছরের শেষ দিবাগত রাত বারোটায় এক বছরকে বিদায় দিয়ে অন্য আগত বছরকে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে এ বছরের সমস্ত কল্যাণকে লুফে নিব। এ জন্য অনেক সময় অনেক বাড়াবাড়িও করা হয়। ইংরেজী বছরকে স্বাগত জানাতে থার্টি ফাস্ট নাইটে যা হয়ে থাকে তার বর্ণনা এখানে উল্লেখ না করাই ভাল। কারণ এ ব্যাপারে আমাদের অনেকেই ভাল ধারণা রাখেন। তবে আমাদের মাঝে অনেককেই পাওয়া যায় যারা অনেক সময় বছরের এ পালা বদলকে জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত বলে বিশ্বাস করেন। যারা অনেক সময় বলতে চান বছরের পালা বদলের মাধ্যমে জীবনের সকল অকল্যাণ থেকে মুক্ত হয়ে কল্যাণকর দিকে যাব।

তাদের ব্যাপারে এখানে উল্লেখ্য যে, বছরের পালা বদলে মানুষের কোন কল্যাণ যদি থাকত তবে যারা ২০১৯ সালকে বিদায় দেয়ার সাথে সাথে পূর্বের বছরের সব কিছু বিদায় দিতে চয়েছিলেন এবং ২০২০ সালকে তাদের সৌভাগ্যের জন্য নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন অথবা অনেকেই একে অন্যকে ক্ষুদ্র বার্তার মাধ্যমে তার কল্যাণ কামনা করেছিলেন, অনেকেই কেক কেটে ২০২০ সালকে স্বাগত জানিয়েছিলেন হয়তো তাদের মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন অথবা আক্রান্ত হয়েছেন অথবা একটি অজানা আতঙ্কে আছেন। অর্থাৎ বছরের পালাবদল কোনপ্রকার কল্যাণ-অকল্যাণ বয়ে নিয়ে

আসতে পারে না বরং আল্লাহই একমাত্র কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক। এখানে আমরা তাদের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সেই ঘটনা উল্লেখ করতে পারি

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ "

অর্থ, বর্ণনাকারী যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী বলেন : হুদায়বিয়ার সকাল বেলা আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করলাম। অতঃপর তিনি সালাত শেষে মানুষের দিকে ফিরে বললেন : তোমরা কি জান তোমাদের রব কী বলেছেন? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি ﷺ বলেন : আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কতক কাফের হয়েছে আবার কতক মুমিনে পরিণত হয়েছে। যে ব্যক্তি বলেছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার দয়ায় বৃষ্টি হয়েছে সে আমার (আল্লাহর) প্রতি মুমিন হয়েছে আর তারকাজির প্রতি কাফের তথা অস্বীকারকারী হয়েছে। আর যে বলেছে, আজ অমুক ধরনের তারকারাজির কারণে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি কাফের (অস্বীকার) করেছে আর তারকারাজীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী।

অর্থাৎ অত্র হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বছর বদল বা অন্য কোন কারণে মানুষ কখনো কল্যাণ বা অকল্যাণ হাসিল করে না বরং আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান সেই কেবল কল্যাণ পেতে পারে।

তবে প্রশ্ন জাগতে পারে, বছরের প্রথমে কি আমাদের কিছুই করার নেই?

উত্তরে আমরা উমর رضي الله عنه-এর সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি মনে করিয়ে দিতে চাই, তিনি বলেন :

حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة

অর্থ : তুমি তোমার ভাল সময়ে নিজের হিসাব কষে নাও তোমার খারাপ সময় আসার পূর্বেই। অর্থাৎ বছরের প্রথমে আমাদের করণীয় একটিই আছে আর তা হলো আমাদের জীবন থেকে একটি বছর চলে গেল অর্থাৎ আমার জীবনের জন্য যতগুলো বছর আল্লাহর পক্ষ থেকে বাজেট ছিল তার মধ্য থেকে একটি বছর কমে গেল। আগামী বছরটি কি আমি পুরোপুরি পাব কি না তা আমি জানি না, দুনিয়াতে আমি যতদিন বেঁচে আছি আমার পক্ষে সম্ভব আমার দ্বারা সঙ্ঘটিত যত অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার, অহেতুক যত কাজ আছে সব থেকে বিরত হয়ে প্রভুর পাণে ফিরে আসা।

কিয়ামতের দিন যখন আমাদের প্রত্যেকের হাতে আমাদের কার্যকলাপের হিসাব ধরিয়ে বলা হবে-

﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

অর্থাৎ তুমি তোমার কিতাব পড় এবং তোমার হিসাবের জন্য আজ তুমি নিজেই যথেষ্ট, তখন কিন্তু আমাদের কিছুই করার থাকবে না। তখন শুধু আমরা কেবলমাত্র আফসোসই করব। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। আমাদের কঠিন দিন আসার পূর্বেই আমাদের হিসাব আমাদের করে নিতে হবে। তবেই কেবল আমরা ইহকালীন সব ধরনের অকল্যাণ থেকে মুক্ত থাকতে পারবো এমনকটি পরকালের কঠিন সময়ে আমাদের হিসাবও সহজ হয়ে যাবে।

দারস থেকে শিক্ষা :

- পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে বছর বারো মাসেই গণনা হয়ে আসছে যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝেও একই হিসাব বিদ্যমান।
- অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার শুধু সম্মানিত মাসগুলোতেই নিষেধ নয় বরং সকল মাসেই অর্থাৎ সারা সৎসরই নিষিদ্ধ।
- মুসলিম জীবনে মুহাররম মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ মাসের ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ তারিখ সিয়াম পালন করা সুন্নাত।
- আমলের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইহুদীদের বিপরীত হতে হবে।
- বর্ষবরণ বা বছর বদলে মানুষের কোন কল্যাণ ও অকল্যাণ নেই। বরং সকল কল্যাণ ও কল্যাণ একমাত্র আল্লাহরই হাতে।
- মন্দ সময় আসার পূর্বেই ভাল সময়কে গণিমত মনে করে তার মূল্যায়ন করতে হবে। ❐❐

দারসুল হাদীস / من أحاديث الرسول

আশুরার সিয়াম ও উহার ফযীলত

মোঃ ঈসা মিঞা *

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» ، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ» ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

হাদীসের অনুবাদ : ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন, ইয়াহুদীগণ আশুরার দিনে সওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন; কী ব্যাপার? (তোমরা এদিনে সওম পালন কর কেন?) তারা বলল: এ তো অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এদিনে মূসা (আঃ) সাওম পালন করেন। (তাই আমরাও এ দিনে সওম পালন করি) আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : আমি তোমাদের চাইতে মূসা (আঃ)-এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিনে সওম পালন করেন এবং (অন্যদের সওম পালনের নির্দেশ দেন।[৫]

ব্যাখ্যা:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ

নাবী ﷺ মাদীনায় এসে ইয়াহুদিদের আশুরার সাওম পালন করতে দেখতে পেলেন। এখানে প্রশ্ন হল, আশুরার সিয়াম হলো মুহাররাম মাসে। আর নাবী ﷺ- মাদীনায় আগমন করলেন রবিউল আওয়াল মাসে। তাহলে তিনি তাদেরকে সিয়াম পালন করতে দেখলেন কীভাবে? এর জওয়াব হল, নবী ﷺ মাদীনায় আগমনের পরে মুহাররম মাসে আশুরার দিনে তাদেরকে সাওম পালন করতে দেখে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, এ দিনে ইয়াহুদীরা সিয়াম পালন করে, মাদীনাতে আগমনের পূর্বে তিনি এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না।

هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ মুসলিমের বর্ণনায় আছে-

هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ

অর্থাৎ, এটি একটি মহান দিবস। যে দিবসে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও তার কাওম (বানী) ইসরাঈল) কে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দেন আর ফেরাউন ও তার জাতিকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেন।[৬]

فَصَامَهُ مُوسَى ফলে মূসা (আঃ) ঐ দিনে সাওম পালন করেন মুসলিমের বর্ণনায় আছে।

شُكْرًا للهِ تعالى فَنَحْنُ نَصُومُهُ.

অর্থাৎ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তিনি এ দিনে সিয়াম পালন করেন। আর আমরা তার অনুসরণে এ দিন সিয়াম পালন করি।[৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহুদীদের নিকট থেকে অবহিত হয়ে আশুরার সিয়াম শুরু করেননি বরং তিনি মক্কী জীবনেও এ সিয়াম পালন করতেন যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: জাহিলিয়্যাতের যুগে কুরাইশগণ আশুরার সাওম পালন করত এবং আল্লাহর রাসূল ﷺও এ সওম পালন করতেন। যখন তিনি মাদীনায় আগমন করেন তখনও

---

* মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৫] সহীহ বুখারী হা: ২০০৪

[৬] সহীহ মুসলিম হা: ১১৩০

[৭] সহীহ মুসলিম হা: ১১৩০

এ সওম পালন করেন এবং তা পালনের নির্দেশ দেন। যখন রামাযানের সওম ফরয করা হলো তখন আশুরার সওম ছেড়ে দেয়া হলো। তখন থেকে যার ইচ্ছা সে তা পালন করতো আর যার ইচ্ছা না হতো সে তা পালন করতো না।[৮]

রমাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার সওম বাধ্যতামূলক ছিল। রমাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পর এ সাওম নফলে পরিণত হয়। তাই যার ইচ্ছা সে তা পালন করতো। আর ইচ্ছা না হলে কেউই তা পালন করতো না। তবে আশুরার সাথে আরো একদিন যুক্ত করে দুই দিন সওম পালন করা উত্তম। যেমনটি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে-

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (মাদীনায় আগমন করার পরও) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশুরার সওম অব্যাহত রাখলেন এবং ঐদিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন তখন সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ দিনটি তো এমন একদিন যেদিনকে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা সম্মান করে তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : ইন শা আল্লাহ আগামী বৎসর নবম দিনও সিয়াম পালন করবো। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: পরবর্তী বৎসর আসার পূর্বেই আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন।[৯]

إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ঐ দিনটিকে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা সম্মান করে। সাহাবীগণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে এ কথা বলার কারণ হলো ইতঃপূর্বে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বলেছিলেন যে, خَالِفُوا الْيَهُودَ তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধাচরণ কর।[১০] অথচ এখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের অনুকূলে সাওম পালনের নির্দেশ দিচ্ছেন। তাই তারা বললো যে, ঐ দিনটিকে তো ইয়াহুদীগণ সম্মান করে থাকে। তাই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: ইন শা আল্লাহ আগামী বৎসর ইয়াহুদীদের বিপরীতে আমি নবম ও দশম ২ দিন সিয়াম পালন করবো।

পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবিত ছিলেন না, তাই তিনি ৯ মুহাররম সাওম পালন করতে সক্ষম হননি। কিন্তু যেহেতু তিনি ৯ মুহাররম সাওম পালনের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন তাই ঐ দিন সওম পালন করা সুন্নাত। ইমাম তুরবিশতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্য ছিলো ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধাচরণ করা। তাই তিনি আশুরার সাথে আরেক দিনের সাওম যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অতএব আশুরার সাথে আগে একদিন অথবা পরে একদিন সওম সংযুক্ত করাই উদ্দেশ্য। আর এটাই সুন্নাত, যেমনটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন-

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا.

তোমরা আশুরার সওম পালন কর, আর ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধাচরণের নিমিত্তে তার আগে অথবা পরে একদিন সওম পালন কর।[১১] তবে হাদীসটি যঈফ। অতএব মুহাররম মাসের ৯ ও ১০ এ দুদিন সওম পালন করাই সুন্নাত।

আশুরার সওমের ফযীলত :

عن ابْي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ»

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : রামাযানের পরে সর্বাপেক্ষা উত্তম সিয়াম হলো মুহাররম মাসের সিয়াম। আর ফরয সালাতের পরে সর্বাপেক্ষা উত্তম সালাত রাতের সালাত।[১২]

عن أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

[বাকি অংশ-১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[৮] *সহীহ বুখারী হা: ২০০২*
[৯] *সহীহ মুসলিম হা: ১১৩৪*
[১০] *আবু দাউদ হা: ৬৫২*
[১১] *মুসনাদ আহমাদ হা: ২১৫৪*
[১২] *সহীহ মুসলিম হা: ১১৬৩*

সম্পাদকীয় — الافتتاحية

করোনাভাইরাসের মহামারী তান্ডবে বিপর্যস্ত পৃথিবীতে ঈদুল আযহা পরবর্তী মুহাররমের চাঁদ: ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর হউক মানবিক মূল্যবোধ।

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

ঈদুল আযহার পরও দেশে করোনাভাইরাস মহামারীতে চলছে বহুরকমের দুর্নীতি, অপরাধ। কুরবানী আমাদের অপরাধ প্রবণতায় লাগাম টানতে পারেনি। এখনও চলছে রোগীদের সাথে প্রতারণা। ঈদের পূর্বে টেস্ট না করেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া হচ্ছিল করোনার নেগেটিভ-পজেটিভ সনদ। মানুষের জীবন নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছিল একটি প্রতারকচক্র। চিকিৎসা নিয়ে এসব প্রতারণায় মানুষের মাঝে তৈরি হয়েছে চরম উৎকণ্ঠা। যা এখনো বিদ্যমান। দেশের দৈনিকগুলো তাদের খবরের শিরোনাম করেছেন এ সব বিষয় নিয়ে। বাস্তবেও বেড়ে গেছে সামাজিক অস্থিরতা, বেড়েছে প্রতারণা, করোনাকালেও ঘটছে একের পর এক সামাজিক অপরাধ। কুরবানীর ঈদের সময়েও কমেনি অপরাধ তৎপরতা। করোনা আক্রান্ত নারীও রেহাই পাচ্ছে না ধর্ষণের হাত থেকে। তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে সঙ্ঘটিত হচ্ছে খুনের মত ভয়ঙ্কর অপরাধ। মূল্যবোধ নেমে গেছে শেষ তলানিতে, এটি আজ যেন সোনার হরিণ। মানুষের মাঝ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক সম্প্রীতির বন্ধন। লুটেরা, প্রতারকচক্র, সিন্ডিকেট, এরাই স্থান করে নিয়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দু'একজন ইতোমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ায় জনগণ উপলব্ধি করতে পারছে অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। সামাজিক অস্থিতার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যেরও ঘটেছে মারাত্মক অবনতি। করোনার কারণে স্কুল থেকে শিশুরা আছে ঘরবন্দি হয়ে। তাই শিশুদের উপর বাড়ছে শারীরিক মানসিক নির্যাতন। বেড়ে গেছে পারিবারিক বিবাদকলহ, ঘটছে বিবাহ বিচ্ছেদও। অশান্তি, মানসিক অবসাদ, হতাশা ও কর্মহারানোর ফলে অনেকেই এখন মারাত্মক মনস্তাত্ত্বিক অশান্তিতে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। হতাশা থেকে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। টাঙ্গাইলে ঘরের তালা ভেঙে গলা কেটে চারজনকে হত্যার ঘটনা, খুলনায় সুদব্যবসাকে কেন্দ্র করে চারজনের হত্যাকাণ্ড সামাজিক অস্থিরতারই স্পষ্ট প্রমাণ। মানুষের অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বিলুপ্ত। করোনার এ কঠিন সময়েও কুরবানীর শিক্ষা মানুষের মাঝে কোন পরিবর্তন আনেনি। আল্লাহর পথে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসার যে দীক্ষায় শিক্ষা দিতে এসেছিল ঈদুল আযহা ও কুরবানী তা করোনার থাবায় বিপর্যস্ত মানুষ খুব কমই উপলব্ধি করেছে। এমনি সময়ে ত্যাগের আরেক শিক্ষা ও মহিমা নিয়ে আগমন মুহাররম মাসের। আমরা জানি, ইসলামী বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস মুহাররম। মুহাররম মাস আশহুরে হুরুমের একটি। নবী ﷺ বলেন- বছর হলো বারো মাসের সমষ্টি, তার মধ্যে চারটি অতি সম্মানিত। তিনটি পরপর লাগোয়া জিলকদ, জিলহজ্জ ও মুহাররম, একটি মধ্যবর্তী রজব। মুহাররমকে মুহাররম বলে অভিহিত করার কারণ এটি অতি সম্মানিত মাস। এ মাসকে শাহরুল্লাহ বা আল্লাহর মাসও বলা হয়। মহানবী ﷺ বলেন, রমাযানের পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস, তথা মুহাররম মাসের রোযা (সহীহ মুসলিম)। এর মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- 'তোমরা এতে নিজেদের ওপর কোন যুলুম করো না' (সূরা তাওবা আয়াত: ৩৬) সাহাবী ইবনে আব্বাসের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মতে, এ মাসে যুলুম সবচেয়ে বড় অপরাধ। মুহাররম মাসের ১০ তারিখ বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন দিন। এ দিনকে আশুরা দিবস বলা হয়। আশুরা দিবসে মুসা (আলাইহিস সালাম) বনী ইসরাইলসহ আল্লাহর কৃপায় লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে ফেরাউনের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। তারই কৃতজ্ঞতায় এ দিবসে উপবাস পালন ইহুদীদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। বিশ্বনবী ﷺ এ কথা শুনে বললেন; মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে অনুসরণের ব্যাপারে আমরা বেশি হকদার, তাই তিনি নিজে রোযা পালন করেন ও রোযা রাখার নির্দেশ দেন (সহীহ বোখারী)। তিনি এও ইচ্ছা প্রকাশ করেন, আল্লাহ তাওফীক দিলে আগামীতে নয় তারিখসহ দুটি রোযা পালন করবেন (মুসলিম, ফতহুল বারী)। এ দিনের একটি বা দুটি নফল রোযা পিছনের এক বছরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়। ১০ মুহাররমের গুরুত্ব ইসলামের ইতিহাসে ভিন্নভাবে বর্ণিত হলেও এটি এখন কারবালার বিয়োগান্ত হৃদয়বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ৬৮০ সালে এক অসম যুদ্ধে মহানবী ﷺ-এর দৌহিত্র, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর তনয় হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৭৭ জন সফরসঙ্গীসহ ইয়াযিদের নির্দেশে উবায়দুল্লাহর সেনাবাহিনীর হাতে কারবালার প্রান্তরে ফোরাত নদীর তীরে মর্মান্তিকভাবে শাহাদতবরণ করেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে মুহাররম মাসের ১০ তারিখ পালন করা হয় শোক দিবস। যার শরীয়তী কোন ভিত্তি নেই। শীয়ারা এ দিনে তাজীয়া মিসিলসহ নানা বিদাআতী কর্মকাণ্ড করে থাকে। তারা ছুরি-চাকু দিয়ে নিজের শরীরে আঘাত করে হায় হোসেন! হায় হোসেন! বলে মর্সীয়া ক্রন্দন করে থাকে। তারা হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাল্পনিক কবর বানিয়ে শহরে মিছিল বের করে। প্রকৃতপক্ষে এসব কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতে মুসলিম হিসেবে প্রতিটি মুসলিম ব্যথাতুর শোকাহত। তবে তাঁর জন্য মিছিল মর্সীয়া ক্রন্দন বা রক্তাক্ত করার কোন সুযোগ নেই। মাত্র কয়েক দিন আগে ঈদুল আযহার কুরবানীর মধ্য দিয়ে যে ত্যাগের মহিমায় ঈমানকে সুদৃঢ় করা হলো তা যেন কোন শিরকী বা বিদাআতী আচরণে আমরা ধ্বংস করে না ফেলি, সে বিষয়ে সচেতন থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। বরং ঈদুল আযহার ত্যাগের মহিমায় নিজেকে পরিশুদ্ধ মানুষরূপে গড়ে, লোভ-লালসা, ক্লেশ-কালিমা অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে বিশুদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে পারি এ মুহাররম মাসে। পালন করতে পারি এ মাসের নফল সিয়াম। পাশাপাশি মানবিকতার শিক্ষায়, মূল্যবোধের দীক্ষায় মুহাররমের শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা ন্যায়ের পথে চলার দৃঢ় অঙ্গিকার করতে পারি, গড়ে তুলতে পারি আমাদের পরিবার ও সমাজ। মুহাররমের হারাম মাসে এটিই হোক আমাদের সকলের প্রত্যয়। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন' আমীন!

সূরা আল-ফাতিহা : তাফসীর, ফযীলত, রহস্য ও একশ'টি মাসআলা

–অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক*

[১৮তম কিস্তি]

الحمد لله رب العالمين

بابُ فَضْلِ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ

পরিচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব।

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا». رواه مسلم

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে বান্দা কিছু খেলে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং কিছু পান করলেও আল্লাহর প্রশংসা করে (অর্থাৎ আল-হামদু লিল্লাহ পড়ে)।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার বলে, «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ» (সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী) 'আমি আল্লাহর সপ্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তার পাপসমূহ মুছে ফেলা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমান হয়ে থাকে।"

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত বাণীটি ১০ বার বলবে,

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুলি-শায়'ইন ক্বাদীর। 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর; আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান'। এটা তার জন্য এমন হবে যেন সে ইসমাঈলের সন্তানদের চারজনকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করল।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'দুটি বাক্য এমন রয়েছে, যা যবানে সহজ, ওজনের পাল্লায় ভারী এবং করুণাময় আল্লাহ নিকট অতি প্রিয়। আর তা হচ্ছে,

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ».

(সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লা-হিল আযীম) 'আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার সূর্য যা কিছুর উপর উদিত হয় তার চেয়ে এগুলো বলা আমার কাছে অধিক প্রিয়'।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার সওয়াব অর্জন করতে অপারগ?' তাঁর সাথীদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করে বলল, আমাদের কেউ কী করে এক হাজার সওয়াব অর্জন করতে পারে? নবী ﷺ বললেন, 'যে ব্যক্তি ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, তার জন্য এক হাজার সওয়াব লেখা হবে অথবা তার এক হাজার পাপ মুছে ফেলা হবে।

যে ব্যক্তি বলবে,

«سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ».

(সুবহানাল্লা-হিল 'আযীম ওয়াবিহামদিহী)

'মহান আল্লাহর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি- তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে'।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ওহে আব্দুল্লাহ ইবন কায়েস! আমি কি জান্নাতের এক রত্নভাণ্ডার সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব না?' আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, 'তুমি বল,

«لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ».

(লা হাউলা ওয়ালা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর

---

* *সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সিনিয়র কর্মকর্তা- রাজকীয় সৌদী দূতাবাস, ঢাকা।*

[১] *মুসলিম হা: ২৭৩৪, তিরমিযী হা: ১৮১৬, আহমাদ হা: ১১৫৬২, ১১৫৭৮*

নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য চারটি, তার যে কোনটি দিয়েই শুরু করাতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। আর তা হলো,

«سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

(সুবহানাল্লা-হি, ওয়ালহামদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার)

'আল্লাহ পবিত্র-মহান। সকল হামদ-প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

কেন আমরা আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা করব?

মহান আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ ছাড়া মানুষের কিংবা কোনো প্রাণীর এক মুহূর্তও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মুহূর্তের মধ্যেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হব। আল্লাহ মানুষকে যে নিয়ামত দান করেছেন তা সীমাহীন। এমন অসংখ্য নিয়ামতও আছে যেগুলোর খবর মানুষ জানেই না। এসব নেয়ামতের প্রতিদান ও বিনিময়ে অসংখ্য ইবাদত ও অসংখ্য শোকর ও প্রশংসা আবশ্যক হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবি। মানুষ সে শোকর আদায়ের ব্যাপারে অতিশয় জালেম, কারণ সে এ ব্যাপারে গাফেল (অজ্ঞ) থাকে।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾

'আর তোমরা যা চেয়েছ তার সবকিছুই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অতিমাত্রায় যালিম, ও অকৃতজ্ঞ'।[২]

আর এসব নিয়ামতের বিষয়ে সবাইকে আল্লাহর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾

'অবশ্যই সেদিন (শেষ বিচারে) তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'বে।[৩]

[২] *সূরা ইবরাহীম আয়াত: ৩৪*
[৩] *সূরা আত-তাকাসুর আয়াত: ৮*

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾

অর্থাৎ তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না, সেগুলোতে আল্লাহর হক আদায় করেছ কি না; নাকি পাপকাজে ব্যয় করেছ? এতে সব প্রকার নিয়ামত এসে যায়। কুরআন ও হাদিসের অন্যত্র এরকম কিছু নিয়ামতের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে, 'কান, চোখ, হৃদয় এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।[৪]

এতে মানুষের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নেয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, এগুলো মানুষ প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে। বিভিন্ন হাদিসেও নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে এসেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুটি নেয়ামত এমন আছে যাতে বেশির ভাগ মানুষই ঠক খায়। তার একটি হলো স্বাস্থ্য অপরটি হচ্ছে অবসর সময়।[৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষুধায় কাতর হয়ে বের হলেন, পথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উমরও রাযিয়াল্লাহু আনহু বের হলেন, রাসূল ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন বের হয়েছ? তারা বলল, ক্ষুধা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যার হাতে আমার নফস তার শপথ, আমিও সে কারণেই বের হয়েছি।

তারপর তিনি বললেন, চল। তারা সবাই এক আনসারের (মুহাজিরদের সাহায্যকারী) বাড়িতে আগমন করলেন। আনসার লোকটির স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সাথীদের দেখে বেজায় খুশি। তিনি শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানানোর মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অমুক কোথায়? স্ত্রী জানাল যে, সে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে গেছে। এ কথা বলতে বলতে আনসার লোকটি এসে তাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! আজ কেউ আমার মতো মেহমান পাবে না।

তারা বসলে তিনি তাদের জন্য এক কাঁদি খেজুর নিয়ে এলেন যাতে কাঁচা-পাকা, আধাপাকা, ভালো-মন্দ সব ধরনের খেজুর ছিল। তারপর আনসার লোকটি

[৪] *সূরা ইসরা আয়াত: ৩৬*
[৫] *সহীহ বুখারী হা: ৬৪১২*

ছুরি নিয়ে দৌড়াল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাবধান! দুধ দেয় এমন ছাগল জবাই করো না। আনসার তাদের জন্য জবাই করলে তারা ছাগলের গোশত খেলেন, খেজুর গ্রহণ করলেন, পানি পান করলেন। তারপর যখন (খাবার খেয়ে) তৃপ্ত হলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ও উমরকে বললেন, তোমরা কিয়ামতের দিন এ সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদেরকে ক্ষুধা তোমাদের ঘর থেকে বের করল, তারপর তোমরা এমন নেয়ামত ভোগ করার পর ফিরে গেলে।[৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ আয়াত নাজিল হলে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কোন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? এটা তো শুধু (আসওয়াদান বা দুই কালো জিনিস) খেজুর ও পানি। রাসূল ﷺ বললেন, অবশ্যই তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রথম যে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তা হচ্ছে, আমি কি তোমাকে শারীরিকভাবে সুস্থ করিনি? আমি কি তোমাকে সুপেয় পানি পান করাইনি?[৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, আদম সন্তান! তোমাকে ঘোড়া ও উটে বহন করিয়েছি, তোমাকে স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তোমাকে ঘুরাফিরা ও নেতৃত্ব করার সুযোগ দিয়েছি, এগুলোর কৃতজ্ঞতা কোথায়?[৯]

উপরের বর্ণনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুধু কাফেরদের নয় বরং সৎ মুমিনদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। যাতে করে আল্লাহর নিকট হিসাব দেয়া সহজ হয়। মানুষের ধন্যবাদ এবং প্রশংসা পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য সত্ত্বা হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ।

কারণ জাগতিক ও শারঈ অর্থাৎ দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই তিনি আমাদেরকে অসংখ্য অনুগ্রহের মাধ্যমে ধন্য করেছেন। এইসব নেয়ামতের জন্য তিনি আমাদেরকে তার প্রশংসা করার এবং সেগুলোকে অস্বীকার না করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾

'অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার শোকর আদায় কর, আমার সাথে কুফরী করো না'।[১০]

যারা মহান আল্লাহর এ নির্দেশের আনুগত্য করেছেন এবং তাঁর যোগ্য শোকরকারী বান্দা বলে বিবেচিত হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা করে গেছেন, তাদের মধ্যে সবার অগ্রভাগে রয়েছেন নবী এবং রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

'নিশ্চয়, ইবরাহীম ছিলেন (একাই) এক উম্মত (একটি জাতির জীবন্ত প্রতীক), আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার রবের নেয়ামতের শোকরগুজার। তিনি তাকে বাছাই করেছেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন'।[১১]

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾

'সে তাদের বংশধর, যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম, নিশ্চয় তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞ বান্দা'।[১২]

মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আমাদের প্রতি তাঁর কিছু নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেসবের জন্য আমাদেরকে শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, খুব অল্প কিছু মানুষই তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে থাকে।

মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাহদের তাঁর অনুগ্রহরাজি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

[৬] *সহীহ মুসলিম হা: ২০৩৮*
[৭] *তিরমিজি-৫/৪৪৮, ইবনে মাজাহ হা: ৪১৫৮, মুসনাদে আহমাদ-৩/২৪*
[৮] *সুনান আত-তিরমিযী হা: ৩৩৫৮*
[৯] *সহীহ মুসলিম হা: ২৯৬৮, মুসনাদে আহমাদ-২/৪৯২*
[১০] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৫২*
[১১] *সূরা নাহল আয়ত: ১২০-১২১*
[১২] *সূরা বনী ইসরাইল আয়াত: ৩*

'হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিযিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর জন্য শোকর কর যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর'।[১৩] তিনি আরো বলেন :

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾

'আর অবশ্যই আমি তো তোমাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য রেখেছি জীবনোপকরণ। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক'।[১৪] তিনি আরো বলেন :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

'আর তাঁর নির্দেশনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি [বৃষ্টির] সুসংবাদ বহনকারী হিসেবে বাতাস প্রেরণ করেন এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমত আস্বাদন করাতে পারেন এবং যাতে তাঁর নির্দেশে নৌযানগুলো চলাচল করে, আর যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ থেকে কিছু সন্ধান করতে পার। আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও'।[১৫]

﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾

'আর তোমরা যা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকে তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অতিমাত্রায় যালিম ও অকৃতজ্ঞ'।[১৬]

আমরা আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে তিনি আমাদের, ত্রুটিবিচ্যুতিকে ক্ষমা করে দেবেন এবং আমাদের প্রতি করুণা করবেন। এই মর্মে তিনি বলেন :

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে তার ইয়ত্তা পাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।[১৭]

আল্লাহ না চাইলে, কেউ তাঁর প্রশংসা করতে পারে না। তাই মুসলিমরা সর্বদাই আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করে, যেন তিনি তাদেরকে তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া করার সামর্থ্য দান করেন।

এ কারণেই বিশুদ্ধ হাদীসে আল্লাহর প্রশংসা করার জন্য তাঁর সাহায্য চেয়ে দো'আ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মুআয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তার হাত ধরে বললেন: 'হে মুআয! আল্লাহর কসম, তোমাকে আমি ভালবাসি, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি'। তারপর তিনি বললেন, 'হে মুআয! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, প্রত্যেক সালাতের শেষে তুমি বলতে ভুলে যাবে না: হে আল্লাহ্! তোমাকে উত্তমরূপে স্মরণ করার, তোমার শুকরিয়া করার এবং তোমার ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর'[১৮] এবং নাসাঈ কর্তৃক সঙ্কলিত; সহীহ আবি দাউদে আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন।

আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে আমরা তাঁর পক্ষ থেকে আরও বেশি নেয়ামতপ্রাপ্ত হব। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

'আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন'।[১৯]

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি পার্থিব নেয়ামতের সাথে সাথে অসংখ্য শারঈ ও রূহানী তথা আধ্যাত্মিক নেয়ামতও দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

[১৩] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৭২*
[১৪] *সূরা আরাফ আয়াত: ১০*
[১৫] *সূরা রুম আয়াত: ৪৬*
[১৬] *সূরা ইবরাহীম আয়াত: ৩৪*
[১৭] *সূরা নাহল আয়াত: ১৮*
[১৮] *আবু দাউদ হা: ১৫২২*
[১৯] *সূরা ইবরাহীম আয়াত: ৭*

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

‘হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ কর। আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না। বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর’।[২০] চলবে ইনশা আল্লাহ ❐❐

আশুরার সিয়াম ও উহার ফযীলত

[৭পৃষ্ঠার পর থেকে]

আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে আশুরার দিনের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : তা পূর্বের এক বৎসরের সাগীরা গুনাহ্ মিটিয়ে দেয়।[২১]

আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে عَرَفَةَ-এর সিয়াম এবং عَاشُورَاءَ-এর সিয়ামের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, আরাফার সিয়ামে দুই বৎসরের গুণাহ ক্ষমা করা হয় আর আশুরার সিয়াম এক বৎসরের গুনাহ ক্ষমা করা হয়। এতে জনা গেল যে, আশুরার সিয়ামের চাইতে আরাফার দিনের সিয়ামের মর্যাদা বেশি। এর হিকমাত সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, আশুরার সিয়ামের সম্পর্ক মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে। আর আরাফার সিয়ামের সম্পর্ক মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে। আর মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তার উম্মাতের চাইতে মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মতের মর্যাদা বেশি। তাই আরাফার দিনের সিয়ামের মর্যাদা আশুরার সিয়ামের চাইতে বেশি। আল্লাহ তা‘আলা অধিক ভাল জানেন।

হাদীসের শিক্ষা :

১. আশুরার সিয়াম পালন করা সুন্নাত।

২. আশুরার সিয়াম দুই দিন।

৩. আশুরার সিয়াম পালনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বৎসরের সগীরাহ গুনাহ মাফ হয়।

৪. কারবালার ঘটনার সাথে আশুরার সিয়ামের কোন সম্পর্ক নেই।

৫. যথা সম্ভব ইয়াহুদীদের রীতিনীতি এড়িয়ে চলা। এমনকি তা ভাল কাজ হলেও।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।❐❐

“একজন মানুষের সফল বা ব্যর্থ হওয়া তার ক্ষমতার ওপর যতটা না নির্ভর করে, তার চেয়ে বেশি তার দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে। যারা সফল হয়, তারা সফল হওয়ার আগে থেকেই সফল মানুষের মত আচরণ করে।
এই বিশ্বাসই একদিন সত্যিতে পরিনত হয়।
আপনি যদি বিশ্বাস করেন
যে আপনি অবশ্যই সফল হবেন, তবে আপনার ব্যবহারেও তা প্রকাশ পাবে এবং আপনি নিজেই নিজের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সুফল দেখে অবাক হয়ে যাবেন”

— — — — — —

[উইলিয়াম জেমস (আমেরিকান র্দাশনিক ও মনোবিজ্ঞানী)]

“যদি তোমার সমালোচনা করার মত কেউ না থাকে, তবে তোমার সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে”

— — — — — —

ম্যালকম এক্স (৫০-৬০ এর দশকের আমেরিকার মুসলিম নেতা)

[২০] *সূরা মায়েদা আয়াত: ৬*
[২১] *সহীহ মুসলিম হা: ১১৬২*

খুতবার নিয়ম-বিধান

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী❖

(পর্ব-২)

জুমু'আর খুতবা ও যে কোন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য এবং ফলপ্রসু হওয়ার উপায়সমূহ :

১. খুতবা ও বক্তব্য সংক্ষিপ্ত অথবা দীর্ঘ বিবেচনা করা: কারণ খুতবা ও বক্তব্য সংক্ষিপ্ত অথবা দীর্ঘ হওয়াটা শ্রোতার ওপর প্রভাব ফেলে। অনেক সময় বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে শ্রোতার কাছে মনোপুত হয় না। আবার কখনও বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও অতি দীর্ঘ হওয়ার কারণে শ্রোতার কাছে পছন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য হয় না। মূলত খুতবা ও বক্তব্য সংক্ষিপ্ত অথবা দীর্ঘ শ্রোতা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হয়। কোন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কী পরিমাণ উপকারী, আর কী পরিমাণ অপকারী বাস্তবতার নিরীখে তা নির্ধারণ করতে হবে।

২. খুতবা ও বক্তব্য কুরআনুল কারীমের আয়াত ও হাদীস দ্বারা সমৃদ্ধ করা : খতীব ও বক্তা যতই যোগ্য ও পারদর্শী হোক না কেন, বক্তব্যকে শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে কুরআন ও হাদীসের বিকল্প নেই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খুতবা ও বক্তব্য কুরআনুল কারীমের আয়াত ও হাদীস দিয়ে ভরপুর করতেন। তাঁর অনেক খুতবাহ শুধু কুরআন দিয়েই হত, যেমন মহিলা সাহাবী উম্মু হিশাম বলেন, 'প্রতি জুমু'আয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে সূরা ক্বাফ শুনে আমি মুখস্থ করেছি'।[২২]

উল্লেখ্য যে, খুতবা ও বক্তব্যে কুরআন ও হাদীস নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, বিষয়বস্তুর সাথে যেন সঙ্গতিপূর্ণ হয়। অনুরূপ আয়াত তিলাওয়াত ও ব্যাখ্যায় যেন কোন ত্রুটি না হয় এবং হাদীস যেন অবশ্যই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হয়, জাল ও য'ঈফ না হয়। হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা যেন মনগড়া না হয়। বক্তব্যে কুরআন ও হাদীস হলেই মান বৃদ্ধি হবে এমনটাও নয়। যদি তা বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় এবং সঠিকভাবে উপস্থাপন ও নির্ভুল পঠন না হয় তাহলে এটাও অগ্রহণযোগ্যের কারণ হতে পারে। সুতরাং বক্তব্যে অবশ্যই কুরআন ও হাদীস পর্যাপ্ত থাকতে হবে এবং তিলাওয়াত, অর্থ, ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনায় যেন গ্রহণযোগ্য হয় সে বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।

৩. বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত, উপমা ও কিস্‌সা বা ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলা: দৃষ্টান্ত, উপমা ও ঘটনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু খুব সহজে ফুটিয়ে তোলা যায় এবং শ্রোতার কাছে বোধগম্য হয়। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মাতকে সান্তনা, উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। অধিকাংশ মানুষও তাই পছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ﴾

'আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত ও উপমা উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে'।[২৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ﴾

'এটাই হল ঐ সম্প্রদায়ের উদাহরণ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করে। তুমি এ কাহিনী-ঘটনা শুনিয়ে দাও যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে'।[২৪]

উল্লেখ্য যে, অনেক বক্তা রয়েছেন শ্রোতাকে মুগ্ধ করার জন্য অবাস্তব ও ভিত্তিহীন কিচ্ছা-কাহিনী বলে থাকেন, তা অবশ্যই হারাম এবং বর্জনীয়। কারণ দৃষ্টান্ত ও কিস্‌সা বর্ণনার জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাথেয় রয়েছে। অতএব বক্তব্যে এ কৌশল অবলম্বনে খতীব বা বক্তাকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে যাতে কোন প্রকার ভিত্তিহীন ঘটনা বর্ণনা না করে বরং কুরআন ও সহীহ হাদীসের ঘটনায় সীমাবদ্ধ থাকে। নচেৎ ভিত্তিহীন ঘটনা বর্ণনা করার কারণে বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য হবে এবং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। হাদীসে এসেছে :

عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ

❖ *সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। অধ্যক্ষ, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার ঢাকা।*

[২২] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ৮৭২*

[২৩] *সূরা আয্ যুমার আয়াত: ২৭*

[২৪] *সূরা আ'রাফ আয়াত: ১৭৬*

كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

মুগীরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আমার উপর মিথ্যারোপ করা তোমাদের কারো ওপর মিথ্যারোপ করার সমান নয়। কাজেই যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে, সে যেন নিশ্চিতরূপে জাহান্নামে তার জায়গা করে নেয়। [২৫]

৪. খুতবা ও বক্তব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ : খতীব ও বক্তার গ্রহণযোগ্যতা এবং সফলতার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বক্তব্য প্রস্তুতকরণের ভূমিকা অপরিসীম। সুতরাং এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনটি দিক লক্ষ্য রাখতে হবে:

প্রথম : শ্রোতা; শ্রোতার মান ও স্তর অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।

দ্বিতীয় : সময়; আপনি কতটুকু সময় বরাদ্দ পাবেন সে অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে হবে।

তৃতীয় : উপলক্ষ; পরিবেশ-পরিস্থিতি ও উপলক্ষ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে হবে।

উক্ত তিনটি দিক যত গুরুত্ব দেয়া হবে শ্রোতাদের কাছে বক্তব্যও ততো গুরুত্ব পাবে।

খুতবা ও বক্তব্য প্রস্তুতকরণ : খুতবা ও বক্তব্য প্রস্তুত এবং বিষয় নির্বাচনে বক্তা যেসব বিষয় হতে সহযোগিতা নেবে তা নিম্নরূপ।

৪.১. ইসলামী 'আক্বীদাহ্ ও বিধি-বিধানের কোন্ বিষয়টি জানা বেশি প্রয়োজন।

৪.২. সমাজের মানুষেরা– 'আক্বীদাহ্, 'আমল, লেনদেন ও আদর্শে বা কোন ত্রুটিতে জড়িয়ে গেছে কি-না সে ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশ প্রদান।

৪.৩. দেশ-বিদেশের খবরাখবর, বিভিন্ন পত্রিকা ও মিডিয়ায় যা প্রকাশিত হচ্ছে সে আলোকে।

৪.৪. ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অথবা বিভিন্ন লেখকের লেখনিকে কেন্দ্র করে বিষয় নির্বাচন ও প্রস্তুতি গ্রহণ।

৪.৫. অথবা আম জনতা যেসব বিষয়ে বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করে ও জানার আগ্রহ প্রকাশ করে সে আলোকে।

সর্বোপরি বক্তব্যের প্রস্তুতি সুন্দর হতে হবে, কোনোভাবেই দুর্বল হওয়া যাবে না। এমন নয় যে, আমি মিম্বারে বা স্টেজে উঠতে যাচ্ছি অথচ এখনও কিছু জানি না কী বলব। এ ধরনের অবস্থা ব্যর্থতার মূল কারণ।

[২৫] *সহীহ বুখারী হাঃ ১২৯১*

খুতবা ও বক্তব্য প্রস্তুতের জন্য নিম্ন স্তরগুলো অবশ্যই অতি গুরুত্বের সাথে সাজাতে হবে। বক্তব্যের সাধারণত তিনটি অংশ হবে– ভূমিকা, মূল আলোচনা ও উপসংহার।

ভূমিকা : খুতবা ও বক্তব্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভূমিকা অনুযায়ী মূল বক্তব্য শোনার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, অপরপক্ষে ভূমিকা ভাল না হলে মূল বক্তব্য শোনার আগ্রহ হারিয়ে যায়। এ জন্য ভূমিকায় নিম্ন বিষয়সমূহ থাকা অপরিহার্য।

(ক) ভূমিকা হবে খুব সংক্ষিপ্ত।

(খ) ভূমিকা হবে স্পষ্ট ভাষায় ও জোরালো।

(গ) ভূমিকা হবে মূল আলোচনার আলোকে।

(ঘ) ভূমিকা হবে চমক সৃষ্টিকারী।

মূল আলোচনা : বক্তব্যের মূল আলোচনা প্রস্তুতের জন্য পূর্বে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও বিষয়সমূহ অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। মূল আলোচনা যেন ভূমিকার সাথে মিল থাকে। আলোচনা হতে হবে তথ্যবহুল ও বাস্তবভিত্তিক এবং নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত। মূল আলোচনা একাধিক পার্ট ও পয়েন্টে সাজিয়ে নিতে হবে, যাতে শ্রোতা সহজে বুঝতে পারে এবং আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে। মনে রাখতে হবে, এ বক্তব্য 'ইল্‌মী আমানাত এবং শ্রোতাদের সময় ও শিক্ষা সবই আমানাত।

উপসংহার : খুতবা ও বক্তব্যের উপসংহার অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হতে পারে অনেকে মূল আলোচনা গুরুত্ব দিয়ে শুনে না, কিন্তু উপসংহারের জন্য অপেক্ষায় থাকে। তারা কয়েক মিনিটে খুতবা বা বক্তব্যের সারাংশ পেতে চায়। এ জন্য উপসংহারে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে–

(ক) উপসংহার দীর্ঘ নয়, খুব সংক্ষিপ্ত হবে।

(খ) মূল আলোচনার চেয়ে একটু ভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপন হবে।

(গ) ভাষাগত ও তথ্যগত ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।

(ঘ) শ্রোতাদের জাগরণ সৃষ্টিকারী ও সচেতনকারী হতে হবে।

উল্লেখ্য যে, বিষয় নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ জুমু'আর খুতবা ও বক্তব্যে একই নিয়মে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, জুমু'আর খুতবাহ দু'টি। প্রতিটিতে এভাবে তিন পার্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় এবং সম্ভবও নয়। সুতরাং হতে পারে প্রথম খুতবায় ভূমিকা ও আলোচনা এবং দ্বিতীয় খুতবায় কিছু আলোচনা ও উপসংহার। নচেৎ প্রতি খুতবায় তিন পার্ট হলে শ্রোতার কাছে অপ্রিয় ও বিরক্তিকর মনে হতে পারে।

৫. খুতবা ও বক্তব্যে থাকতে হবে উত্তম পদ্ধতি ও ভঙ্গি : খতীব যখন জুমু'আর খুতবা দিবেন, তখন তার মনে এ উদারতা ভাব রাখতে হবে যে, তিনি কারো পক্ষে বা বিপক্ষে নন। তিনি সকলের, কারণ ইসলাম সকলের জন্য। বিশেষ করে মাসজিদের মুসল্লীদেরকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সকলের প্রতি উদারতা ভাব থাকতে হবে। বক্তব্য পারতপক্ষে ইতিবাচক ও উৎসাহমূলক রাখতে হবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে নির্দিষ্ট করে বলা উচিত হবে না, অনুরূপ কারো প্রশংসা বা নিন্দায় সীমালঙ্ঘন করবে না।

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

'আয়িশাহ ﵂ হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) নাবী ﷺ কোন একটা কিছু করলেন এবং লোকদেরকেও তা করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকেরা তা করা থেকে বিরত রইল। এ খবর নাবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছল। তিনি (লোকদের উদ্দেশে) কিছু বক্তব্য পেশ করলেন। বক্তৃতায় তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন তারপর বললেন, লোকদের কী হয়েছে যে, এমন কাজ থেকে তারা বিরত থাকছে যা আমি করেছি? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তাদের চেয়ে বেশি জানি এবং তাদের চেয়ে বেশি ভয়ও করি।[২৬]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ لَمْ يَقُلْ : مَا بَالُ فُلَانٍ يَقُوْلُ؟ وَلَكِنْ يَقُوْلُ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا؟"

'আয়িশাহ ﵂ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কেউ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাবী ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করে, তখন তিনি বলেন না যে, অমুক ব্যক্তির কী হল, এরূপ বলে কেন? বরং তিনি বলেন : কী হল মানুষের, তারা এরূপ এরূপ বলে কেন?[২৭]

৬. খুতবা ও বক্তব্য যতই সংক্ষিপ্ত হোক তা হতে হবে ব্যাপক অর্থবোধক : খুতবা ও বক্তব্যে থাকবে বিশেষ উপদেশ যা মানুষের হৃদয়কে নরম করে দিবে এবং ঈমান বৃদ্ধি ও সজাগ করবে। অন্তরে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি জাগরণ করবে। খুতবায় যেমনি থাকবে ভীতি প্রদর্শন, তেমনি থাকবে সুসংবাদ প্রদান। সর্বোপরি শ্রোতাদের জন্য থাকতে হবে সদুপদেশ। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নাবী ﷺ-কে নির্দেশ করেন :

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ﴾

'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎ পথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত'। *(সূরা নাহ্ল আয়াত: ১২৫)*

﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِيْ أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا﴾

'তাদেরকে সদুপদেশ দান কর, আর তাদেরকে এমন কথা বলো যা তাদের অন্তর স্পর্শ করে'।[২৮]

﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾

'এটা হচ্ছে মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাক্বীদের জন্য হিদায়াত ও সদুপদেশ'।[২৯]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ﴾

'হে মানুষ! তোমাদের রব্বের নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে সদুপদেশ আর তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়'। *(সূরা ইউনুস আয়াত: ৫৭)*

﴿وَجَاءَكَ فِيْ هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

'এর মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য এসেছে সদুপদেশ ও সাবধানবাণী'।[৩০]

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ﴾

'আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত আর তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের দৃষ্টান্ত ও মুত্তাক্বীদের জন্য দিয়েছি উপদেশ'।[৩১] ***চলবে***

---

[২৬] *সহীহ বুখারী হা: ৬১০১*
[২৭] *সুনান আবু দাউদ হা: ৪৭৮৮ সহীহ*
[২৮] *সূরা নিসা আয়াত: ৬৩*
[২৯] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ১৩৮*
[৩০] *সূরা হূদ আয়াত: ১২০*
[৩১] *সূরা নূর আয়াত: ৩৪*

ইসলামের ছায়ায় শিশুদের প্রতিপালন

শাইখ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ*

إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد ورسوله امابعد:

শিশুরা মহান আল্লাহর অনন্য উপহার এবং এক বড় নিয়ামত। শিশুরা পিতা মাতার কলিজার টুকরা এবং চোখের মণি। তারা সকলেরই আদরের ধন। ইসলামের ভবিষ্যত উম্মাহ। মহান আল্লাহর দেয়া এ অশেষ মূল্যবান উপহারকে পরম যত্নের সাথে ইসলামের সুমহান আদর্শ দিয়ে গড়ে তোলা অপরিসীম কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

শিশুদের লালন-পালনে আমরা যারপর নেই হিমশিম খাই। অনেক পেরেশানি আর ব্যাকুলতা নিয়ে অবিরাম চেষ্টা করেও আমাদের শিশুদেরকে আমরা সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারছি না। শৈশবের কচি বয়সটি পার করেই আমাদের সন্তানরা যেন অশিষ্ট হয়ে উঠছে। মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলামের শিক্ষা যেন তাদের মনে ধরে না। প্রতিটি বাবা-মা যেন শিশুদের ভবিষ্যত নিয়ে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কালাতিপাত করেন। বক্ষমান লেখনীতে আমরা এসবের অন্তর্নিহিত কারণ এবং যথাযথ করণীয় সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোকপাত করব ইন শা আল্লাহ।

শিশুদেরকে সুশিক্ষাদানে এবং উন্নত নৈতিক গুণে-গুণান্বিত করতে অশেষ গুরুত্ব প্রদান অপরিহার্য করণীয় কর্তব্য। এ সুশিক্ষা আর আদর্শের প্রথম হাতে খড়ি হবে তার নিজ গৃহ থেকে। প্রতিটি বাবা-মা শিশুর জন্য দায়িত্বশীল আর প্রতিটি অভিভাবক পরিবারের শিশু সদস্যের প্রতি যত্নবান হতে বাধ্য। পারিবারিক এ দায়িত্বানুভূতির উন্মেষ ঘটাতেই মহান আল্লাহ গুরুগম্ভীর আহ্বান জানিয়েছেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিদেজেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।[৩২]

শিশুরা মন-মননে কোমল ও সুষ্ঠু স্বভাবসমৃদ্ধই থাকে। তাদেরকে সুষ্ঠু শিক্ষা, সুন্দর আদর্শ আর উত্তম নৈতিকতা শেখানের বয়স শৈশবেই। বিশ্বনাবী মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রসিদ্ধ নিম্নোক্ত হাদীস এ বিষয়ে প্রামাণ্য দলীল :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ»

আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রতিটি শিশু স্বাভাবিক প্রকৃতির উপর জন্ম নেয়। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদ, বা নাসারা বা অগ্নি-উপাসক বানায়। যেমনটি চতুষ্পদ প্রাণী সন্তান জন্ম দেয়, তাতে কি তুমি কানকাটা দেখতে পাও?[৩৩]

অর্থাৎ, শিশুরা মহান আল্লাহর প্রদত্ত সহজাত স্বাভাবিক প্রকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, তার স্বভাবে প্রকৃতিতে আল্লাহদ্রোহিতা বা গাইরুল্লাহ পূজার লেশমাত্র থাকে না। পিতা-মাতার অধীন পারিবারিক আবহে তার ঈমান বিশ্বাসের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। হয় সে আল্লাহর মনোনীত ও সন্তুষ্টির দীন ইসলামের ছায়াতলে বড় হয়ে উঠে, অথবা অধার্মিক ও মুশরিক হয়ে বেড়ে ওঠে।

তাই প্রতিটি শিশুর ধর্ম-অধর্মের বিশ্বাসগত বুনিয়াদ বিনির্মাণে পিতা-মাতা ও পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা ইসলামে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সঠিক নির্দেশনার মতো শিশুদের সত্যিকার মানুষ করে গড়ে তোলার ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান।

ইসলামের ছায়ায় শিশুদের গড়ে তোলার কতিপয় উপায় : নেক সন্তান লাভের পূর্বশর্ত : আমাদের শিশুরা আমাদের আদরের ধন এবং কলিজার টুকরা। নেককার শিশু সন্তান লাভের জন্য একজন ব্যক্তির ভাল স্বভাব

* যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহেল হাদীস।

[৩২] সূরা আত্ তাহরীম আয়াত: ৬
[৩৩] সহীহ বুখারী হা: ১৩৮৫, সহীহ মুসলিম হা: ২৬৫৮

বৈশিষ্টধারী হওয়া একান্ত দরকার। মহান আল্লাহ ইবরাহীম ﷺ-এর সৎকর্মশীল হওয়ার প্রতিফল স্বরূপ একের পর এক নেক সন্তান দান করেছিলেন। ইসমাঈল ﷺ-এর সুসংবাদ দিয়ে বললেন,

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

অতঃপর আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।[৩৪]

আবার ইসহাক ﷺ-এর সুসংবাদ দিয়ে বললেন :

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নাবী, সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।[৩৫]

সৎ স্বভাবের শিশু পেতে ভাল স্বভাবের ধার্মিকা স্ত্রী খুঁজে নেয়া জরুরি। উর্বর জমিতে যেমন সুন্দর ফলন হয়, তদ্রুপ ভাল মায়ের উদরে উত্তম মানব সন্তানের জন্ম হবে তা-ই স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ কতই না সত্য বলেছেনঃ

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

এবং উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল এটির প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠোর পরিশ্রম করলেও কিছুই জন্মায় না।

এভাবে আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিদ্ধৃত করি।[৩৬]

প্রিয় নাবী ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীস এ প্রসঙ্গে যারপর নেই গুরুত্ববহ। আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ ইরশাদ করেন :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ "

চারটি কারণ দেখে নারীদেরকে বিবাহ করা হয়। তার সম্পদ দেখে, তার বংশীয় আভিজাত্য দেখে, তার রূপ-সৌন্দর্য দেখে এবং তার দ্বীনদারী দেখে। দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দাও। অন্যথায় তোমার হাত দুটো ধূলিমলিন হোক। (ইঙ্গিতার্থে নিঃস্বতা বুঝানো হয়েছে।[৩৭]

তদ্রূপ উত্তম চরিত্রের তাকওয়াবান পাত্র নির্বাচন করে মেয়েদেরকে বিবাহ দেয়ার তাকীদ দিয়ে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

তোমাদের কাছে এমন কেউ যখন প্রস্তাব পেশ করে যার দ্বীনদারিতা ও চরিত্র তোমরা পছন্দ কর, তার কাছে তোমরা বিবাহ দাও; অন্যথায় পৃথিবীতে ফিতনা এবং বিস্তৃত অনিষ্ট দেখা দিবে।[৩৮]

উল্লেখিত দুটি অতি মূল্যবান হাদীস থেকে বিয়ে-শাদীতে পাত্রপাত্রী নির্বাচনের গুণ-বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। দ্বীন-ধার্মিকতাসমৃদ্ধ ও উত্তম স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী নারী-পুরুষের জীবনের সফলতা অনিবার্য ইনশা আল্লাহ। তাদের সন্তানরাও উত্তম বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মাবে এটা অনেকটা নিঃসংশয়ে আশা করা যায়।

সুসন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা : মানব জীবনের প্রত্যুষকাল হলো শৈশব। কোন একটি দিনের প্রভাতবেলা যেমন দিনটির অবস্থা বুঝিয়ে দেয়, মানুষের শৈশবও তদ্রূপ তার ভবিষ্যত স্বভাব বৈশিষ্ট্যের অনেকটা জানান দেয়। উত্তম স্বভাব বৈশিষ্ট্যধারী নেক সন্তান মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি। তাই নেক সন্তান লাভের জন্য আকুল হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ করা একান্ত জরুরি। মহান আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদেরকে সেই দু'আও শিখিয়ে দিয়েছেন-

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

এবং যারা দুআ করে বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য চোখের শান্তিকর এবং আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণীয়।[৩৯]

নাবী-রাসূলগণও নেক সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে করুণভাবে প্রার্থনা করতেন। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ﷺ দু'আ করেন-

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একজন সৎ কর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।[৪০]

---

[৩৪] *সূরা সাফ্ফাত আয়াত: ১০০*
[৩৫] *সূরা সাফ্ফাত আয়াত: ১১২*
[৩৬] *সূরা আরাফ আয়াত: ৫৮*
[৩৭] *সহীহ বুখারী, কিতাবুল নিকাহ হা: ৫০৯০*
[৩৮] *তিরমিযী হা: ১০৮৪*
[৩৯] *সূরা ফুরকান আয়াত: ৭৪*
[৪০] *সূরা সাফ্ফাত আয়াত: ১০০*

যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) দু'আ করেছিলেন :

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

হে আমার রব! আমাকে আপনি আপনার পক্ষ থেকে সৎ সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি দুআ শ্রবণকারী।[৪১]

মহান আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পা আর পরিতুষ্টি ছাড়া নেক সন্তান পাওয়া দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই নেক সন্তানের জন্য মহান আল্লাহর কাছে অবিরাম বিনীত প্রার্থনা করা জরুরি। এই দু'আ যেমনটি সন্তান পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে করতে হবে তদ্রূপ পৃথিবীতে আগমনের পরেও সর্বদাই করতে হবে।

সুসন্তান লাভে স্বামী-স্ত্রীর মিলনকালে দুআ:

স্বামী স্ত্রীর মিলনপূর্ব শরীয়তসিদ্ধ আদব হলো নিম্নোক্ত দুআটি পড়া,

﴿بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا﴾

আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং আমাদেরকে যে সন্তান দিবেন তাকে শয়তানের হাতে থেকে রক্ষা করুন।

উক্ত দু'আর কার্যকর উপকার প্রসঙ্গে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, أَذَا قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ

এই মিলনে তাদের সন্তান আসলে শয়তান কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবে না।[৪২]

শয়তানী প্রভাব এবং বদ স্বভাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে বাসর রাতের সূচনাতে নিম্নোক্ত দুআ পড়া বিশেষ শারঈ আদব।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

হে আল্লাহ! আপনার কাছে তার কল্যাণ চাই, যে কল্যাণের জন্য তাকে সৃষ্টি করেছেন তা চাই। আপনার কাছে তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই এবং যে অনিষ্টের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে পানাহ চাই।[৪৩]

এ সকল শিষ্টাচার ও আয়োজনের বড় ফল হলো সুসন্তান লাভের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেয়া।

শিশুরা জন্মের পর তার কানে আযান শুনিয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তাকে রক্ষার হাদীস জামি তিরমিযীতে বিদ্যমান রয়েছে।

শিশুর জন্মের পর থেকে নিয়ে তাকে সুষ্ঠু-সুন্দর মানব শিশু হিসেবে গড়ে তুলতে এবং সুসন্তানরূপে বড় করে তুলতে অসম্ভব যত্ন নেয়া এবং একের পর এক সুন্দর সুন্দর পদক্ষেপ নেয়া একান্ত জরুরি। পদক্ষেপগুলো হলো :

আকীকা করা ও সুন্দর নাম রাখা : শিশুর জন্মের পর কাছাকাছি সময়ে শরীয়াত নির্ধারিত কাজ হলো শিশুর আকীকা করা। আকীকা করা সুন্নাত। সুন্নাত বলে মামুলী বিষয় মনে করা অগ্রহণযোগ্য। এটি সন্তানের প্রতি প্রাথমিক করণীয়ের উজ্জ্বল স্মারক। সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন-

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى

প্রত্যেক শিশুকে তার আকীকার জন্য বন্ধক রাখা হয়। তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা যাবহ্ করা হয়, মাথার চুল মুণ্ডানো হয় এবং তার নামকরণ করা হয়।[৪৪]

হাদীসে বর্ণিত আকীকা বন্ধক থাকার অর্থ প্রসঙ্গে আল্লামা খাত্তাবী (রাহিমাহুল্লাহু আনহু) বলেন, এ মর্মে শ্রেষ্ঠ কথা হল যেটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন; এটা শাফাআতের ব্যাপার, এর অর্থ হল- যদি শিশুর আকীকা করা না হয় এবং সে শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে তবে পিতা-মাতাকে সে শাফাআত করবে না। কেউ বলেছেন, এর দ্বারা আকীকার আবশ্যকীয়তা প্রতীয়মান হয়।[৪৫] আকীকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পিতামাতার সাথে আকীকার মাধ্যমে বন্ধন রক্ষার বিষয়টি উপেক্ষা করার নয়।

সপ্তম দিনে আকীকা করাই সর্বোত্তম সুন্নাত, বিশেষ কারণে তা ১৪তম বা ২১তম দিবসে সম্পাদিত হতে পারে, এমনকি তার পরে হলেও আকীকা সম্পাদন করা উচিত।[৪৬]

আকীকার গুরুত্বপূর্ণ করণীয় সম্পাদনের সাথে সাথে পিতা-মাতার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কাজ হলো সুন্দর নামে শিশুর নামকরণ করা। সাহাবী

[৪১] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ৩৮*
[৪২] *সহীহ বুখারী হা: ১৩৮*
[৪৩] *আবু দাউদ, সহীহুল জামি হা: ৩৪১*
[৪৪] *মুসনাদ আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন হা: ১৫১২*
[৪৫] *তুহফাতুল আহওয়াজী হা: ১৫২২ এর ব্যাখ্যা দ্র:*
[৪৬] *আলমাজমূ ইমাম নববী (রাহি) পৃ: ৪/৪১১, ফাতওয়া নূরু আলাদদারব, ইবনু বায (রাহি) দ্র:*

আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন :

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

কিয়ামতের দিন আমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের নামে এবং তোমাদের পিতাদের নামে, সুতরাং তোমাদের নামগুলো সুন্দর রাখ।[৪৭]

হাদীসটি যঈফ হলেও প্রাসঙ্গিক হওয়াতে উল্লেখ করা হল।

তবে সুন্দর নামের গুরুত্ব অনেক। দুনিয়াতে ব্যক্তির পরিচয়ে, সুন্দর নামে সর্বদাই যেন সৌরভ ছড়িয়ে দেয়। সুন্দর নামের প্রভাব ব্যক্তির জীবনে ব্যাপক। অসুন্দর নাম ও খারাপ অর্থযুক্ত নাম রাখা আদৌ উচিত নয়। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন ব্যক্তির নামের এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, নাম সুন্দর ও ভাল অর্থযুক্ত না হলে তিনি সে নাম বদলে ভাল নাম রেখে দিতেন। প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) -র একে একে তিনটি ছেলের নাম 'হারব' রাখার ইচ্ছা করলেও নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যায়েক্রমে একজনের নাম বদলে হাসান, আরেক জনের নাম বদলে হুসাইন এবং অপর আরেকজনের নাম বদলে মুহসিন রেখে দিলেন।[৪৮]

মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসিয়া নাম বদলে জামীলাহ রেখেছিলেন।[৪৯]

মুসলিম ব্যক্তির সুন্দর নাম কেমন হতে পারে তার শিক্ষা দিতে গিয়ে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

«إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»

আল্লাহর কাছে তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান।[৫০]

সুতরাং সুসন্তান ও উত্তম শিশুর চাহিদা পূরণে সুন্দর নামে শিশুদের নামকরণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শিশুদেরকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া: যে শিশু আমাদের চোখের শান্তি হবে, হৃদয়ের সুখ হবে আর ভালবাসার ধন হবে সে শিশুকে গড়ে তুলতে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার বিকল্প নেই। পিতা-মাতা সন্তানকে যা কিছু মূল্যবান সম্পদ উপহার দিতে পারে তার মধ্যে উত্তম আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষাদান সচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষাদান কখনো রূঢ়তা, অশ্রাব্য বাক্য প্রয়োগ, ধমক, চিৎকার কিংবা প্রহার দিয়ে হয় না। লাঞ্ছনা, ভর্ৎসনা আর হুমকি-ধমকী দিয়ে সৎ সন্তান গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়।

শিশুরা অবুঝ হয়, শরীরিকভাবে দুর্বল ও শক্তিহীন হয়। এমন শিশুদের উপর কোন বাবা-মা বা অন্য কেউ যদি শক্ত কঠোর হাতে মেজাজের ঝাল মেটাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে তা যুলম ছাড়া অন্য কিছু নয়। সন্তানদেরকে সভ্য, শান্ত ও ইসলামী আদর্শের মডেল করে বড় করে তুলতে চাইলে অবশ্য তাদের সাথে ভদ্র এবং সদয় আচরণকারী হতে হবে। এ মর্মে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত বাণী কতই না ফলদায়ক হতে পারে;

عَنْ ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ»

তোমাদের সন্তানদের সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহার কর এবং তাদেরকে সুন্দর শিষ্টাচার করে তুলো।[৫১]

শিশুদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের চেষ্টা সকলেরই থাকে। তবে সেই চেষ্টা ফলপ্রসু হতে দেখা যায় খুব কম। বাস্তবে দেখা যায় অনেক শিশু অবাধ্য, অভদ্র, দুর্বিনীত হয়ে গড়ে উঠছে। বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছুর মত সমাজ দংশনকারী তরুণ প্রজন্ম সৃষ্টি হচ্ছে। শৈশব না পেরুতেই তারা সমাজ দেহকে বিষাক্ত করে তুলছে। মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, হানাহানী, পিতা-মাতার অবাধ্যতা ইত্যাদি নানাবিধ মন্দ স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিশুরা বড় হচ্ছে। মানব জীবনের সকল বিষয়ের সমাধান যেই ইসলামে বিদ্ধৃত রয়েছে তা থেকে এসবের আদ্যোপান্ত কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই, আমাদের কৌশল প্রয়োগের ভুলভ্রান্তি, প্রয়াস ও প্রচেষ্টার দুর্বলতা এবং সঠিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাবেই অনেকাংশ প্রকৃত উত্তম শিশু আর কাঙ্ক্ষিত সুসন্তান লাভে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। শরয়ী বিচারে সন্তানদেরকে সুন্দর আদর্শের মডেল আর মুত্তাকী ও উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে নিম্নোক্ত নির্দেশিকাসমূহ (Guidelines) এবং কৌশল ও পদ্ধতিসমূহের বাস্তবায়ন একান্ত জরুরি। ***(চলবে ইনশা আল্লাহ)***

---

[৪৭] *আবু দাউদ হা: ৪৯৪৮*
[৪৮] *সহীহ বুখারী, আদাবুল মুফরাদ হা: ৮২৩, হাসান*
[৪৯] *সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আদাব হা: ২১৩৯*
[৫০] *সহীহ মুসলিম হা: ২১৩২*
[৫১] *ইবুন মাজাহ হা: ৩৬৭১*

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত : তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান★

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর শর্তের শিক্ষা–

১। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষ্য প্রদান ছাড়া শুধু "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র সাক্ষ্য পূর্ণতা লাভ করবে না। যেমন আল্লাহ আ'আলা বলেনঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অর্থাৎ বল, 'যদি তোমাদের পিতারা, আর তোমাদের সন্তানেরা, আর তোমাদের ভাইয়েরা, আর তোমাদের স্ত্রীরা, আর তোমাদের গোষ্ঠীর লোকেরা আর ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ব্যবসা তোমরা যার মন্দার ভয় কর, আর বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস (এসব) যদি তোমাদের নিকট প্রিয়তর হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা হতে, তাহলে অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের কাছে নিয়ে আসেন।' আর আল্লাহ অবাধ্য আচরণকারীদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।[৫২]

২। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র একটি শর্ত। আর মু'মিনদের প্রতি ভালবাসা করা এবং কাফেরদেরকে অপছন্দ করা ও তাদের প্রতি বৈরিতা পোষণ করাও জরুরি। আল্লাহ আ'আলা বলেনঃ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا অর্থাৎ নিঃসন্দেহে কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৫৩]

কাফেরদের প্রতি বৈরিতা হবে চিরদিনের জন্য, সাধারণত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। কিন্তু যদি তাদের পক্ষ হতে আশঙ্কা থাকে তবে প্রকাশ্য নয়। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

অর্থাৎ তবে ব্যতিক্রম হল যদি তোমরা তাদের যুল্‌ম হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর।[৫৪]

আল্লাহ আ'আলা ইব্রাহীম عليه السلام ও তাঁর অনুসারীদের ব্যাপারে বলেনঃ

إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ

অর্থাৎ যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল– 'তোমাদের সঙ্গে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনবে।[৫৫]

৩। আল্লাহ ব্যতীত যত কিছুর ইবাদত করা হয় সবকে অস্বীকার করা জরুরি। যেমন আবূ মালেক আল আশজায়ী তার পিতা رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ও আল্লাহ ব্যতীত যত কিছুর উপাসনা করা হয় তার সাথে কুফরী করে, তার ধন-সম্পদ ও রক্তপাত হারাম, তবে তার হিসাব আল্লাহর নিকট।[৫৬]

৪। বান্দার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা সকল কিছুর উর্ধ্বে ও অধিক হওয়া জরুরি। যেমন আল্লাহ আ'আলা বলেনঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ....الآية

অর্থাৎ বল, 'যদি তোমাদের পিতারা, আর তোমাদের সন্তানেরা...।[৫৭]

বরং নিজের জীবন অপেক্ষা অধিক ভালবাসা রাখা

★ *লেখক: দাঈ, গারবু দিরা দাওয়া সেন্টার, সৌদি আরব ও সহ-সভাপতি, প্রবাসী শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[৫২] *সূরা তাওবা আয়াত: ২৪*
[৫৩] *সূরা নিসা আয়াত: ১০১*
[৫৪] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ২৮*
[৫৫] *সূরা মুমতাহিনা আয়াত: ৪*
[৫৬] *সহীহ মুসলিম*
[৫৭] *সূরা তাওবা আয়াত: ২৪*

জরুরি। যেমন নবী ﷺ ঈমানের মিষ্টতা সম্পর্কে বলেনঃ

أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا .

অর্থাৎ তার নিকট যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রিয় হন এ দু'জন ব্যতীত যত কিছু যে কেউ আছে সবকিছুর চেয়ে সকলের চেয়ে।[৫৮]

আবূ হুরাইরাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

অর্থাৎ তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার নিকট আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ হতে প্রিয়তম না হব।[৫৯]

৫। ব্যক্তি তার নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করা জরুরি। যেমন আনাস ﷺ বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

অর্থাৎ তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করে।[৬০]

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রতি দাওয়াত

আল্লাহর দ্বীনের (ইসলামের) দিকে এবং কালেমায়ে শাহাদাত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর" (তাওহীদের) দিকে দাওয়াত ও আহ্বান করা জরুরি। যেমন আল্লাহ আ'আলা বলেন–

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ...الآية

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে....।[৬১]

এবং আল্লাহ আ'আলা তাঁর রাসূল ﷺ সম্পর্কে বলেনঃ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي...الآية

অর্থাৎ বল, 'এটাই আমার পথ, আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান জানাচ্ছি আমি ও আমার অনুসারীরা, ইয়াকীন ও সঠিক প্রমাণের মাধ্যমে।[৬২]

নবী ﷺ মুয়ায رضي الله عنه-কে বলেনঃ

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ...الحديث .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি এমন এক জাতির নিকট যাচ্ছো যারা আহলে কিতাব (কিতাবধারী)। সুতরাং তাদের নিকট যখন যাবে, তাদেরকে আহ্বান করবে তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই।)[৬৩]

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাস্তবায়নের ব্যাপারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

✸ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, নিশ্চয়ই তার জন্য অপরিহার্য হয়ে যায় সে যেন উক্ত সাক্ষ্যের হক প্রতিষ্ঠা করতঃ ফরজসমূহ আদায় করে ও আল্লাহ তার উপর যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকে। আর যে উভয় সাক্ষ্য দিল, তাই নিছক সাক্ষ্যের ফলে তার কৃত অপরাধের জন্য পার্থিব শাস্তি মওকুফ হবে এমন নয়। যেমন সে উভয় সাক্ষ্য প্রদান করল কিন্তু যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করল। তাহলে তার সাথে অবশ্যই লড়াই করা হবে, কেননা তা হলো উভয় সাক্ষ্যের হক।

যেমন নবী ﷺ বলেনঃ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ.

অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই) ও নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য প্রদান এবং নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত আমি লোকদের সাথে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।[৬৪]

---

[৫৮] *সহীহ বুখারী-মুসলিম*
[৫৯] *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*
[৬০] *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*
[৬১] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ১০৪*
[৬২] *সূরা ইউসুফ আয়াত: ১০৮*
[৬৩] *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*
[৬৪] *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*

আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। কেননা যাকাত হলো মালের হক। আর যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ছিল, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীর ভিত্তিতেইঃ

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

অর্থাৎ তারা যদি তা মেনে নেয়, তবে তারা আমার নিকট কালেমার হক ব্যতীত তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ হেফাজত করে নিল, তবে তাদের হিসাব আল্লাহর উপরে।[৬৫]

✸ যে বান্দা উভয় সাক্ষ্য– তথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ..." আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই ও নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল– বাস্তবায়ন করল সে মূলত তাওহীদকে অপরিহার্যরূপে বাস্তবায়ন করল। আর সেই ব্যক্তি তার সাধ্যমত আল্লাহ তার প্রতি যা ওয়াজিব করেছেন তা পালন করবে এবং তা থেকে বিরত থাকবে যা কিছু আল্লাহ তার প্রতি হারাম করেছেন। যেমন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

অর্থাৎ আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু হতে নিষেধ করব, তা হতে তোমরা বেঁচে থাক এবং যখন কোন কাজের নির্দেশ দেই তোমরা তা সাধ্যমত পালন কর।[৬৬]

✸ যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর (তাওহীদের) সাক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে আর সে ঝাড়ফুঁক করাবে না, শরীর দগ্ধ করে দাগ দেয়াবে না এবং কোনভাবে সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ নির্ণয় করবে না এবং আল্লাহর উপরই নির্ভর করবে, সে নিশ্চয়ই বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তার কোন হিসাব হবে না)। যেমন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবেন তাদের সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে বলেনঃ

هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

অর্থাৎ ওরা তারাই যারা সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ নির্ণয় করে না, ঝাড়-ফুঁক করায় না এবং শরীর দগ্ধ করে দাগ লাগায় না বরং তাদের রবের উপরেই তারা নির্ভর করে।[৬৭]

যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর (তাওহীদের) সাক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে কিন্তু সে ঝাড়-ফুঁক করায় বা শরীর দগ্ধ করে দাগ লাগায় সেও নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু তাকে হিসাব দিতে হবে। যেমন "ঝাড়-ফুঁক করায় না ও শরীর দগ্ধ করে দাগ দেয়ায় না...." হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায়। *(চলবে ইন শা আল্লাহ)*

সালামের রীতিনীতি

১. পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দিতে হবে। (সহীহ বুখারী হা: ৬২৩৬)

২. ছোটরা বড়দেরকে সালাম দিবে। (সহীহ বুখারী হা: ৬২৩৪)

৩. কম লোক বেশি লোকদের সালাম দিবে। (সহীহ বুখারী হা: ৬২৩১)

৪. আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে সালাম দিবে। (সহীহ বুখারী হা: ৬২৩৬)

৫. পথচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে। (সহীহ বুখারী হা: ৬২৩৩)

৬. বৃদ্ধ মহিলাকে সালাম দেয়া যায়। (সহীহ বুখারী হা: ৬২৪৮)

৭. নবী (সা) শিশুদেরকেও সালাম দিতেন। (সহীহ বুখারী হা: ৬২৪৭)

৮. যে প্রথমে সালাম দেয় সেই উত্তম। (সহীহ বুখারী হা: ৬২৩৭)

[৬৫] *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*
[৬৬] *সহীহ বুখারী*
[৬৭] *সহীহ বুখারী*

শিয়াদের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আকীদাহ:

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী★

১ম পর্ব

ভূমিকা: বর্তমানে যেসব দল-উপদলকে মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় তাদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায় অন্যতম। আমাদের সুন্নী মুসলিমদের অনেকেই তাদের আসল পরিচয় ও আকীদাহ-বিশ্বাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা না রাখার কারণে তাদেরকে নিয়ে ধূম্রজালে আটকা পড়েছে। অনেকেই তাদের বাহ্যিক স্লোগান শুনে তাদেরকেই খাঁটি মুসলিম মনে করে। তাদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানকেই একমাত্র মডেল মনে করে আমাদের অনেকেই। আবার আমাদের দেশের অনেক বক্তা জোর দিয়ে বলছে যে, শিয়া-সুন্নীর মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই মুসলিম। কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি শিয়া ও সুন্নীর মাঝে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, সে শিয়াও নয়, সুন্নীও নয়। নাউযু বিল্লাহ। আমাদের দেশের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মুখে এটা প্রায়ই শোনা যায়। তাই শিয়াদের আসল পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আকীদাহ-বিশ্বাসগুলো আমাদের সুন্নী মুসলিমদের সামনে তুলে ধরা এখন সময়ের দাবি মনে করছি।

الشيعة শিয়া শব্দের অর্থ : শিয়া الشيعة শব্দের আভিধানিক অর্থ দল, অনুসারী ও সমর্থক। এটি আরবী শব্দ المشايعة 'মুশায়াআ' থেকে নেয়া হয়েছে। মুশায়াআ শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুসরণ করা। পরিভাষায় শিয়া এমন প্রত্যেক মানব গোষ্ঠিকে বলা হয়, যারা কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ আর ইবরাহীম নিশ্চয়ই তার (নূহ) দলের অন্তর্ভুক্ত।[৬৮] তবে আলী رضي الله عنه ও আহলে বাইতকে যারা ভালোবাসার দাবি করে তাদের ক্ষেত্রেই শিয়া শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আরো সহজভাবে বলতে গেলে আমরা শিয়া বলতে আলী رضي الله عنه-র অনুসারীদেরকেই বুঝি।

শিয়ারা মনে করে তাদের মাজহাবটাই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম। তারা আরো মনে করে যে, আলী رضي الله عنه-কে ভালোবাসা ও অনুসরণ করা ব্যতীত কেউ প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে না। তাই আলীর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করাকে তারা ইসলামের মূল স্তম্ভ বলে দাবি করে এবং বলে যে, ইসলামের স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ ﷺ-ই এ শিয়া মাযহাবের ভিত্তি রচনা করেছেন।

শিয়াদের বিভিন্ন দল-উপদল, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : শিয়ারা বহু দল-উপদলে বিভক্ত। যেমন তাদের মধ্যে রয়েছে ইমামীয়া, ইসমাঈলীয়া ও যাইদীয়া সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। ইসলামের সর্বাধিক ক্ষতিকারক নিকৃষ্ট বাতেনী সম্প্রদায় শিয়াদেরই অন্তর্ভুক্ত। এই বাতেনীরাই মুসলিমদের কাতারে থেকে ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। খোমাইনী বিপ্লবের মাধ্যমে যারা ইরানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে তারা নিজেদেরকে ইমামীয়া সম্প্রদায় বলে দাবি করে। এরা বারোজন ইমামের খেলাফতে বিশ্বাসী বলেই নিজেদেরকে ইছনা আশারিয়া ইমামী বলে থাকে। তাদের মতে এই বারোজন ইমাম হলেন,

(১) আলী বিন আবু তালেব رضي الله عنه
(২) হাসান বিন আলী
(৩) হোসাইন বিন আলী
(৪) আলী বিন হুসাইন আল বাকের
(৫) মুহাম্মাদ বিন আলী
(৬) জা'ফর সাদেক
(৭) মুসা বিন জা'ফর আল-কাযেম
(৮) আলী বিন মুসা রেযা
(৯) মুহাম্মাদ আল জাওয়াদ
(১০) আলী বিন মুহাম্মাদ আল-হাদী
(১১) হাসান আল-আসকারী
(১২) মুহাম্মাদ বিন হাসান আল-মাহদী।

শিয়ারা মনে করে, তাদের সর্বশেষ ইমাম মুহাম্মাদ আল-মাহদী জন্মগ্রহণ করার পর মানব সমাজ থেকে আত্মগোপন করে আছেন। তিনি অচিরেই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা পৃথিবীকে ভরপুর করে দিবেন। সংখ্যার দিক থেকে এই ইমামীয়া সম্প্রদায় সবচেয়ে বড়।

শিয়া ও রাফেযী ঃ শিয়াদের ইমামীয়া সম্প্রদায়কে রাফেযীও বলা হয়। রাফেযী শব্দটি এসেছে আরবী

★ *সিনিয়র মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী ঢাকা।*
[৬৮] *সূরা সাফ্ফাত আয়াত: ৮৩*

الرفض শব্দ থেকে। এর অর্থ হচ্ছে পরিত্যাগ করা, প্রত্যাখ্যান করা। বর্ণিত হয়েছে যে, উমাইয়া খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের আমলে শিয়াদের মধ্যে ইমাম নিযুক্তির ব্যাপারে মদভেদ দেখা দেয়। অতঃপর যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইনকে ইমাম নিযুক্ত করা হল। এরপর তারা তাঁকে আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের প্রশংসা করলেন এবং (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলে তাদের দুইজনের জন্য দু'আ করলেন। তারা এতে অসন্তুষ্ট হল এবং আবু বকর ও উমারের উপর লা'নত করার জোর দাবি জানাল। কিন্তু তিনি দৃঢ় কণ্ঠে তাদের দাবি মোতাবেক আবু বকর ও উমারের উপর লা'নত করতে অস্বীকার করলেন। ফলে তারা যায়েদ বিন আলীকে রাফ্য বা প্রত্যাখ্যান করল। যায়েদ বিন আলীর ইমামত প্রত্যাখ্যান করার কারণেই তাদেরকে রাফেযী বলা হয়। এখানে আগেই যে কথাটি বলে রাখতে চাই, তা হচ্ছে রাফেযীরা যে শুধু আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কেই লা'নত করে, গালি দেয় তা নয়; বরং তারা অল্প কয়েকজন সাহাবী ব্যতীত বাকী সব সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে কাফের মনে করে। তারা বলে যে, আলী, মিকদাদ ও সালমানসহ কয়েকজন সাহাবী ছাড়া অবশিষ্ট সাহাবীগণ মুরতাদ হয়ে গেছে। আর যারা যায়েদ বিন আলীকে সমর্থন করেছিল, তাদেরকে যাইদিয়া বলা হয়।

শিয়ারা আসলে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খেলাফতকালেই আত্মপ্রকাশ করে। যারা সবসময় আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র পাশে ছিল, তারাই নিজেদেরকে شيعة علي বা আলীর অনুসারী বলে দাবি করে। পরবর্তীতে তারা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র ব্যাপারে বাড়াবাড়ি শুরু করে এবং আলীকে ইলাহ মাবুদ বলে বিশ্বাস করতে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, ইয়ামানের ইহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ইসলামের বেশ ধরে মুসলিমদের কাতারে ঢুকে পড়ে। সেই নিকৃষ্ট ইহুদী শিয়াদের মধ্যে এ আকীদাহ ঢুকিয়ে দেয় যে, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ই ইলাহ (মাবুদ)। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন জানতে পারলেন, তার অনুসারীদের একটি গ্রুপ তাকে ইলাহ মনে করছে, তখন তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন সাবা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

শিয়াদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আমরা সাধারণ পাঠকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ মনে করছি। বিশেষ করে আমরা যখন জানতে পারলাম যে, ইহুদীদের থেকে এ মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণিত তখন তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিস্তারিত জানার তেমন প্রয়োজন আছে বলে মনি করি না। তাদের উৎপত্তি যেহেতু ইহুদীদের থেকে তাই তাদের আকীদাহ-বিশ্বাস ও আচরণে ইহুদীদের ছাপ সুস্পষ্ট। এজন্যই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ছত্রিশটি কারণে তাদেরকে ইহুদীদের সাথে তুলনা করেছেন।

ইমাম শা'বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, রাফেযীরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের চেয়েও নিকৃষ্ট। ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তোমাদের ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লোক কারা? তারা বলেছিল মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথীরা। নাসারাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তোমাদের দ্বীনের মধ্যে সর্বোত্তম লোক কারা? জবাবে তারা বলেছিল, ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথী হাওয়ারীরা। আর রাফেযীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুসলিম জাতির সর্বনিকৃষ্ট সন্তান কারা? তারা বলেছে মুহাম্মাদের সাথী তথা সাহাবীগণ!

পাঠক সমাজ লক্ষ্য করুন। এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের ব্যাপারে তাদের কী বক্তব্য? সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ তা'আলা যাদের প্রশংসায় কুরআনের একাধিক আয়াত নাযিল করেছেন এবং যাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আমরা আদিষ্ট হয়েছি, তাদের ব্যাপারে কী নিকৃষ্ট তাদের বক্তব্য?

শিয়াদের ব্যাপারে সালাফদের কতিপয় ইমামের উক্তিঃ (১) ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবীদের কাউকে গালি দিবে ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর। নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।[৬৯]

[বাকী অংশ ৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[৬৯] *সূরা ফাতহ আয়াত: ২৯*

মুহাম্মদ ﷺ-এর সৃষ্টি সম্পর্কে বাতিলপন্থীদের দলীলসমূহের পর্যালোচনা

আব্দুল বাসির বিন নওশাদ★

(১ম অধ্যায়-১ম পর্ব)

মুহাম্মদ ﷺ নূরের সৃষ্টি প্রমাণে বাতিলপন্থিরা যে সমস্ত দলিল উপস্থাপন করে থাকে, তার অধিকাংশই বানোয়াট, মিথ্যা, ও ভিত্তিহীন। আবার এমনও কিছু হাদীস আছে, যেগুলো অত্যাধিক দুর্বল, রাসূল ﷺ থেকে কোনভাবে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত নয়। তেমনি এমনও কিছু দলিল তারা উপস্থাপন করে থাকে, যেগুলো বিশুদ্ধ, কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে না, খোঁড়া যুক্তি দিয়ে সেগুলোকে নিজেদের মতের স্বার্থে অপব্যবহার করা হয় মাত্র। আর আক্বীদার ক্ষেত্রে সর্বজন স্বীকৃত বিষয় হল; সকল দলিল বিশুদ্ধ হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনি সকল উদ্ধৃতিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করাও আবশ্যক। রাসূল ﷺ-এর নূর সম্পর্কে তাদের দলিলগুলো নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ জাল, বানোয়াট ও দুর্বল হাদীসসমূহ-:

১নং হাদীস:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: بِلَفْظٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ، أَخْبِرْنِيْ عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ؟ قَالَ: «يَا جَابِرُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِيْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنْسِيٌّ، فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذَلِك النُّوْرُ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ: فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ، وَمِنَ الثَّانِيْ اللَّوْحَ، وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ، ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ، فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ، وَمِنَ الثَّانِيْ الْكُرْسِيِّ، وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِيْ الْمَلَائِكَةِ، ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ: فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ السَّمَاوَاتِ، وَمِنَ الثَّانِيْ الْأَرَضِيْنَ، وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ، فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ نُوْرَ أَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَمِنَ الثَّانِيْ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ بِاللهِ، وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ إِنْسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ»

'জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ। আমাকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর পূর্বে কী সৃষ্টি করেছেন? রাসূল ﷺ বললেন, হে জাবের। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর পূর্বে তাঁর নূর হতে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ নূর কুদরতের দ্বারা যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ভ্রমণ করতে থাকে। তখন লওহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, দানব, মানব কিছুই ছিল না। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য মাখলুককে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন তখন ঐ নূরকে চারভাগে ভাগ করলেন। প্রথমভাগ দ্বারা কলম, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা লাওহে মাহফুয, তৃতীয়ভাগ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগ করলেন, প্রথম ভাগ দ্বারা আরশ বহণকারী ফেরেশতা, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা কুরসি, তৃতীয় ভাগ দ্বারা অপরাপর সকল ফেরেশতা সৃষ্টি করলেন, চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগ করলেন। প্রথমভাগ দ্বারা আসমানসমূহ, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা যমীনসমূহ, তৃতীয় ভাগ দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগ করলেন। প্রথমভাগ দ্বারা সৃষ্টি করলেন মুমিনদের চোখের জ্যোতি, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা তাদের কলবের নূর; যার মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে জানবে, তৃতীয় ভাগ দ্বারা সৃষ্টি করলেন তাদের মানুষের নূর; আর সেটাই হল তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।[৭০]

★ পি এইচ. ডি. গবেষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।।

[৭০] আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, কাসতালানী: ১/৪৮

কাসতালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক গ্রন্থে এ হাদীসের বরাত দিলেও তাতে এমন কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি[৭১], বরং এর বিপরীতে সুস্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণই নূর হতে সৃষ্টি মানব নন। হাদীসটি হল:

«خُلِقَتِ المَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»

'ফেরেশতাদেরকে নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা হতে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই বস্তু থেকে; যা তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে [অর্থাৎ মাটি থেকে]"।[৭২]

❖ **হাদীসের মান পর্যালোচনা:** উপরোল্লিখিত **১ম** হাদীসটি বানোয়াট। হাদীসের কোন গ্রন্থসমূহে এর ভিত্তি নেই। তাই মুহাদ্দিসগণ এটিকে বানোয়াট এবং বাতিল বলেছেন। তাদের মাঝে অন্যতম শাইখ আব্দুল হাই লাখনবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[৭৩], আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[৭৪] এবং মুহাম্মদ শানক্বীতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[৭৫] প্রমুখ।

-ইমাম সুয়ূত্বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [৮৪৯-৯১১ হিঃ] বলেন, 'হাদীসটির এমন কোন সূত্র নেই যার উপর নির্ভর করা যাবে'।

যেসব গ্রন্থে হাদীসটিকে বানোয়াট আখ্যা দেয়া হয়েছে: আল-আসারুল মারফু'আ ফিল আখবারিল মাওদূ'আ, লাখনবী: ৪২ পৃষ্ঠা। সিলসিলা যঈফা ওয়া মাওদূ'আ, আলবানী: ১/৪৫০-৪৫১, হা/২৮২। তানবীহুল হুযযাক্ব, মুহাম্মদ শানকীত্বী: পৃষ্ঠা ১০

২ নং হাদীস:

«خُلِقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ نُوْرٍ، وَكُنَّا عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ آدمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، ثُمَّ خَلَقَ اللهُ آدَمَ فَانْقَلَبْنَا فِيْ أَصْلاَبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ جَعَلَنَا فِيْ صُلْبِ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، ثُمَّ شَقَّ أَسْمَاءَنَا مِنْ اسْمِهِ، فَاللهُ مَحْمُوْدٌ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ»

'আমি ও আলী নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টির ২ হাজার বৎসর পূর্বে আমরা আরশের ডান পার্শ্বে ছিলাম। অতঃপর যখন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন আমরা মানুষদের ঔরসে ঘুরতে লাগলাম। অতঃপর আল্লাহ আব্দুল মুত্তালিবের ঔরসে রাখলেন। অতঃপর তাঁর নাম থেকে আমাদের নাম বের করলেন। সুতরাং আল্লাহ মাহমূদ আর আমি মুহাম্মদ"।[৭৬]

এ মর্মে আরেকটি মিথ্যা কথা:-

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ ﷺ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، وَجَعَلَهُ فِي عَمُودٍ أَمَامَ عَرْشِهِ يُسَبِّحُ اللَّهَ وَيُقَدِّسُهُ، ثُمَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ نُورِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَخُلِقَ نُورُ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ مِنْ نُورِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সৃষ্টি করেছেন আদম সৃষ্টির ২ হাজার বৎসর পূর্বে। অতঃপর আরশের সামনের খুঁটিতে তাঁকে রাখলেন। তিনি তখন আল্লাহর তাসবিহ্ এবং পবিত্রতা বর্ণনা করতে লাগলেন। অতঃপর আদম (আলাইহিস সালাম)-কে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূর থেকে সৃষ্টি করলেন। তারপর আদম (আলাইহিস সালাম)-এর নূর থেকে নবীদের নূর সৃষ্টি করলেন'।[৭৭]

কথাটির মান পর্যালোচনা : এটি বানোয়াট এবং বাতিল কথা। কোন হাদীসের গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়নি। বরং বিদ'আতীরা বিদ'আতের উত্তরাধিকারী হিসেবে পরস্পর সূত্রে পেয়েছে। এর কোন সূত্রও নেই। ইবনুল হাজ্জ মূলত আব্দুর রহমান আস-সাক্বাল্লীর (আদ-দালালাত) গ্রন্থ থেকে হুবহু সংগ্রহ করেছে। তাই এটি কোন হাদীস নয় এবং কোন সূত্রও নেই।

ইবনু আ'দী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [২৭৭-৩৬৫ হিঃ] বলেন, 'আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, সে (জা'ফর ইবনু আহমাদ) মিথ্যা হাদীস রচনা করত'।[৭৮]

-ইমাম ইবনুল জাওযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [৫০৮-৫৯৭ হিঃ] বলেন, 'হাদীসটি জা'ফর ইবনু আহমাদ বানিয়েছে, সে

---

[৭১] *আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ আল-কাস্তালানী (৮৫১-৯২৩ হিঃ) তার [আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ: ১/৪৮] নামক সীরাত-গ্রন্থে এ হাদীসটি 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাকে' আছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক গ্রন্থের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং ছাপানো গ্রন্থ এখনো বিদ্যমান কোথাও এ হাদীসটি নেই।*

[৭২] *মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ১১/৪২৫, হা/২০৯০৪। এটি সহীহ মুসলিমেও বর্ণিত: হা/৭৬৮৭*

[৭৩] *আল-আসারুল মারফু'আ ফিল আখবারিল মাওদূ'আ, লাখনবী: ৪২ পৃষ্ঠা।*

[৭৪] *সিলসিলা যঈফা ওয়া মাওদূ'আ, আলবানী: ১/৪৫০-৪৫১, হা/২৮২।*

[৭৫] *তানবিহুল হুযযাক্ব, মুহাম্মদ শানকীত্বী: ১০ পৃষ্ঠা।*

[৭৬] *[আল-মাওদূ'আত, ইবনুল জাওযী: ১/৩৪০। আল-লাআলী আল-মাসনূ'আ, সুয়ূত্বী: ১/২৯৪। তানযীহুশ শারী'আ, ইবনু ইরাক কিনানী: ১/৩৫১। আল-ফাওয়াঈদুল মাজমূ'আ, শাওকানী: ৩৪২-৩৪৩ পৃষ্ঠা, হা/৪০]*

[৭৭] *আল-মাদখাল, ইবনুল হাজ্জ: ২/৩০*

[৭৮] *আল-মাওদূ'আত, ইবনুল জাওযী: ১/৩৪০*

ছিল একজন রাফেযী [শিয়া] এবং মিথ্যা হাদীস রচনাকারী'[৭৯]।

ইমাম শাওকানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [১১৭৩-১২৫০ হিঃ] বলেন, 'হাদীসের সনদে জা'ফর ইবনু আহমাদ ইবনু আলী ইবনু বাইয়ান রয়েছে, সে ছিল একজন রাফেযী [শিয়া] এবং মিথ্যা হাদীস রচনাকারী'।[৮০]

যেসব গ্রন্থে হাদীসটিকে মিথ্যা এবং বানোয়াট আখ্যা দেয়া হয়েছেঃ

[আল-মাওদূ'আত, ইবনুল জাওযী: ১/৩৪০। আল-লাআলী আল-মাসনু'আ, সুয়ূত্বী: ১/২৯৪। তানযীহুশ শারী'আ, ইবনু ইরাক কিনানী: ১/৩৫১। আল-ফাওয়াঈদুল মাজমু'আ, শাওকানী: ৩৪২-৩৪৩ পৃষ্ঠা, হা/৪০]।

৩ নং হাদীসঃ «كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ»

'আমি তখনো নবী ছিলাম যখন আদম পানি ও মাটির মাঝে ছিলেন'।[৮১]

এ অর্থে আরেকটি বানোয়াট কথা:

«وَكُنْتُ نَبِيًّا وَلَا آدَمَ وَلَا مَاءَ وَلَا طِيْنَ»

'যখন আদম, পানি ও মাটি কিছুই ছিল না তখনো আমি নবী ছিলাম'।[৮২]

❖ হাদীসের মান পর্যালোচনা :

দু'টি বর্ণনাই বানোয়াট ও বাতিল। মুহাদ্দিসগণ এটাই স্পষ্ট করে বলেছেন, যেমন: ইবনু তাইমিয়্যা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[৮৩], সাখাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[৮৪], জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[৮৫] ইবনু ইরাক কিনানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[৮৬], মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[৮৭], এবং আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[৮৮] প্রমুখ।

ইবনু তাইমিয়্যা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [৬৬১-৭২৮ হিঃ] বলেন, 'এ শব্দে হাদীসটি মিথ্যা এবং বাতিল'।[৮৯]

যারকাশী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [৭৪৫-৭৯৪ হিঃ] বলেন, 'এ শব্দে হাদীসের কোন ভিত্তি নেই, এটা বাতিল'।[৯০]

সুয়ূত্বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [৮৪৯-৯১১ হিঃ] বলেন, 'এ শব্দে হাদীসটি বানোয়াট'।[৯১]

«بَلْ هُوَ بَاطِلٌ، فَإِنَّ آدَمَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ قَطُّ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ وَخَلَطَ التُّرَابَ بِالْمَاءِ حَتَّى صَارَ طِيناً؛ وَأَيْبَسَ الطِّيْنَ حَتَّى صَارَ صَلْصَالاً كَالْفَخَّارِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَالٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مُرَكَّبٌ مِنْ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ، وَلَوْ قِيلَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ لَكَانَ أَبْعَدَ عَنْ الْمُحَالِ؛ مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْحَالَ لَا اخْتِصَاصَ لَهَا»

এ মর্মে ইবনু তাইমিয়্যা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো স্পষ্ট করে বলেন, 'বরং হাদীসটি বাতিল। কারণ, আদম (আলাইহিস সালাম) কখনো পানি ও কাদার মাঝামাঝি ছিলেন না। আল্লাহ তা'আলা তাকে ধুলোমাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সে ধুলোমাটিকে পানি দ্বারা মিশ্রণ করলেন এক পর্যায়ে কাদায় পরিণত হল। আর কাদা যখন শুকালো তখন সেটা পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকায় পরিণত হল। অতএব তিনি কখনো পানি ও কাদার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলেন না। কারণ, তিনি তো পানি ও কাদা থেকেই সৃষ্টি। তবে যদি বলা হয়: তিনি পানি এবং ধুলোমাটির মাঝামাঝি ছিলেন, তাহলে অসম্ভবের মাত্রা কিছুটা কম হয়। যদিও এটার সাথে তার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই'।[৯২]

যেসব গ্রন্থে হাদীসটিকে বানোয়াট আখ্যা দেয়া হয়েছেঃ মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যা: ১৮/১২৫। তানযীহুশ শারী'আ, ইবনু ইরাক কিনানী: ১/৩৪০। তুহফাতুল আহওয়াযী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী: ১০/৫৬। আল-মাসনূ ফি মা'রিফাতিল হাদীসিল মাওদূ, মোল্লা আলী ক্বারী: ১৪২ পৃষ্ঠা, হা/২৩৩। সিলসিলা যঈফা ওয়া মাওদূ'আ, আলবানী: ১/৪৭৩। আল-আসারুল মারফূ'আ ফিল আখবারিল মাওদূ'আ, লাখনবী: ৪৪ পৃষ্ঠা।

তবে সহীহ বর্ণনা হল,

«أَنَّهُ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى كُنْتَ نَبِيّاً؟ قَالَ: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ»

---

[৭৯] *প্রাগুক্ত : ১/৩৪০।*
[৮০] *আল-ফাওয়াঈদুল মাজমু'আ, শাওকানী: ৩৪২-৩৪৩ পৃষ্ঠা, হা/৪০*
[৮১] *ফুসূসুল হিকাম, ইবনু আরাবী: ৬৪ পৃষ্ঠা। আদ্দুরারুল মন্তাসারা ফিল আহাদীসিল মুশ্‌তাহারা, সুয়ূত্বী: ১/১৫। আল-মাকাসিদুল হাসানা, সাখাবী: ১/৫২১। সিলসিলা যঈফা ওয়া মাওদূ'আ, আলবানী: ১/৪৭৩, হা/৩০২*
[৮২] *আল-মাকাসিদুল হাসানা, সাখাবী: ১/৫২১। আল-আসারুল মারফূ'আ ফিল আখবারিল মাওদূ'আ, লাখনবী: পৃষ্ঠা ৪৪। সিলসিলা যঈফা ওয়া মাওদূ'আ, আলবানী: ১/৪৭৩, হা/৩০৩*
[৮৩] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যা: ১৮/১২৫*
[৮৪] *আল-মাকাসিদুল হাসানা, সাখাবী: ১/৫২১*
[৮৫] *আদ্দুরারুল মুন্তাহারা, সুয়ূত্বী: ১/১৫*
[৮৬] *তানযীহুশ শারী'আ, ইবনু ইরাক কিনানী: ১/৩৪০*
[৮৭] *আল-মাসনূ ফি মা'রিফাতিল হাদীসিল মাওদূ, মোল্লা আলী ক্বারী: ১৪২ পৃষ্ঠা, হা/২৩৩*
[৮৮] *সিলসিলা যঈফা ওয়া মাওদূ'আ, আলবানী: ১/৪৭৩*
[৮৯] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যা: ১৮/১২৫*
[৯০] *তুহফাতুল আহওয়াযী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী: ১০/৫৬*
[৯১] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যা: ১৮/১২৫*
[৯২] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যা: ২/১৪৭*

'রাসূল ﷺ-কে বলা হল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কখন নবী ছিলেন? তিনি বললেন, আমি তখন থেকেই নবী যখন আদম (আলাইহিস সালাম) রূহ এবং শরীরের মাঝে ছিলেন'।[৯৩]

এর উদ্দেশ্য হল তাক্বদীর, যা পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে নির্ধারিত হয়েছে। যেমনটি স্পষ্ট করা হয়েছে সহীহ মুসলিমের বর্ণনায়।[৯৪]

এ মর্মে ইবনু তাইমিয়্যা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর জ্ঞান রাখেন বিধায় তা হওয়ার পূর্বেই তাক্বদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদিও প্রকৃত অর্থে সবকিছুর অস্তিত্ব তখনো ছিল না একমাত্র সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভের ক্ষণ ছাড়া। তবে এক্ষেত্রে নবীগণ এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আর রাসূল ﷺ-কে সৃষ্টির পূর্বে অন্যান্যদের অস্তিত্বের ন্যায় তাঁরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানেন তাই তিনি নির্ধারণ করেছেন'।[৯৫]

৪ নং হাদীস:

«كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّيْنَ فِي الخَلْقِ, وآخِرَهُمْ فِي البَعْثِ، [فَبَدَأَ بِيْ قبلَهُمْ]»

'সৃষ্টির মধ্যে আমিই প্রথম নবী ছিলাম। প্রেরণের সময় আমি তাঁদের সবশেষে এসেছি। তাঁদের পূর্বে আমার দ্বারাই সৃষ্টির সূচনা করেছেন'।[৯৬]

❖ হাদীসের মান পর্যালোচনা :

হাদীসটি দুর্বল। কোন মনীষী আবার বানোয়াটও বলেছেন।[৯৭] ইমাম আবূ মুসহির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [১৪০-২১৮ হিঃ] হাদীসের বর্ণনাকারী (সাঈদ বিন বাশির) কে মুনকারুল হাদীস বলেছেন।[৯৮] হাদীসটিকে আরো অনেক মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন, যেমন: ইবনু মুঈন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[৯৯], ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[১০০] এবং আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[১০১] প্রমুখ।

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [১৯৪-২৫৬ হিঃ] বলেন, 'তার [সাঈদ ইবনু বাশির বর্ণিত] মুখস্থবিদ্যা সম্পর্কে অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করেছেন'।[১০২]

ইমাম ইবনু হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [২৭৩-৩৫৪ হিঃ] বলেন, 'তিনি [সাঈদ ইবনু বাশির] মুখস্থবিদ্যায় খারাপ ছিলেন এবং গুরুতর ভুল করতেন'।[১০৩]

ইমাম আবূ যুর'আ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [-২৮০ হিঃ] বলেন, 'তাকে [সাঈদ ইবনু বাশির] দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না'।[১০৪]

আদ্দাব মাহমূদ বলেন, 'এই হাদীসের সনদ ও মুতুন উভয়টি মুনকার'।[১০৫]

উপরন্ত বর্ণিত হাদীসে একাধিক ত্রুটি রয়েছে :

এক. হাসান আল-বাসরী মুদাল্লিস।

দুই. সাঈদ ইবনু বাশির দুর্বল।

তিন. অন্য সূত্রে এ হাদীস বর্ণনায় সাঈদ এবং খুলাইদ এ দুইজন মুদাল্লিস রাবীর ঐকমত্য।

চার. এ হাদীসের বক্তব্য কোরআন ও সহীহ সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধী।[১০৬]

❖ যেসব গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল এবং মুনকার আখ্যা দেয়া হয়েছে:

তাফসীর ইবনে কাসীর: ৬/৩৮৩। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী: ৭/৩০৫। ফাইদুল ক্বাদীর, আব্দুর রউফ মানাবী: ৫/৫৩, হা/৬৪২৩। সিলসিলা যঈফা ওয়া মাওদূ'আ, আলবানী: ২/১১৫, হা/৬৬১। আন্নরুল মুহাম্মদী, আদ্দাব মাহমূদ: ২৬ পৃষ্ঠা।

৫ নং হাদীস:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيْنَ كُنْتَ وَآدَمُ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «كُنْتُ فِي صُلْبِهِ، وَأُهْبِطَ إِلَى الأَرْضِ وَأَنَا فِي صُلْبِهِ، وَرَكِبْتُ السَّفِيْنَةَ فِي صُلْبِ أَبِي نُوحٍ، وَقُذِفْتُ فِي النَّارِ فِي صُلْبِ أَبِي إِبْرَاهِيْم، لَمْ يَلْتَقِ لِيْ أَبَوَانِ

---

[৯৩] *সুনানে তিরমিযী: হা/৩৬০৯। মিশকাত: হা/৫৭৫৮। সিলসিলা সহীহা: হা/১৮৫৬*

[৯৪] *সহীহ মুসলিম: হা/৬৯১৯। মিশকাত: হা/৭৯*

[৯৫] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যা: ২/১৪৭।*

فَإِنَّ اللهَ عَلِمَ الأَشْيَاءَ، وَقَدَّرَهَا قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَهَا، وَلَا تَكُوْنُ مَوْجُوْدَةً بِحَقَائِقِهَا إِلَّا حِيْنَ تُوْجَدُ، وَلَا فَرْقَ فِيْ ذَلِكَ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ تَكُنْ حَقِيْقَتُهُ ﷺ مَوْجُوْدَةً قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ، إِلَّا كَمَا كَانَتْ حَقِيْقَةُ غَيْرِهِ، بِمَعْنَى أَنَّ اللهَ عَلِمَهَا وَقَدَّرَهَا.

[৯৬] *মুসনাদুশ শামিইয়্যিন, ত্বরানী: ৪/৩৪, হা/২৬৬২। দালায়েলুন নবুওয়াহ, আবূ নু'আইম: পৃষ্ঠা ৫, হা/৩। আল-কামিল ফিদ-দু'আফা, ইবন আদী: ৪/৩৯৬, হা/৮০৫*

[৯৭] *এ হাদীসকে ইবনু তাইমিয়্যা এবং সান'আনী বানোয়াট বলেছেন (দেখুনঃ আল-ফাওয়াঈদুল মাজমূ'আ, শাওকানী: ৩২৬ পৃষ্ঠা, হা/১৯*

[৯৮] *দেখুনঃ সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী: ৭/৩০৫*

[৯৯] *ফাইদুল ক্বাদির, যায়েদ মানাভী: ১৩/২৯৯*

[১০০] *তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৬/৩৮৩*

[১০১] *সিলসিলা যঈফা ওয়া মাওদূ'আ, আলবানী: ২/১১৫, হা : ৬৬১*

[১০২] *মীযানুল ই'তেদাল, ইমাম যাহাব : ৩/১০৫ (৩১৪৩*

[১০৩] *আল-মাজরুহীন, ইমাম ইবনু হিব্বান: ১/৩১৯, ৩৯২*

[১০৪] *মীযানুল ই'তেদাল, ইমাম যাহাবী: ৩/১০৬ ৩১৪৩*

[১০৫] *আন্নরুল মুহাম্মদী, আদ্দাব মাহমূদ: ২৬ পৃষ্ঠা*

[১০৬] *দেখুনঃ সিলসিলা যঈফা: ২/১১৫, হা/৬৬১। আন্নরুল মুহাম্মদী, আদ্দাব মাহমূদ: ২৩-২৬ পৃষ্ঠা*

مُحَمَّداً وَلَمْ أَخْلُقْهُ ؟ قَالَ: لأَنَّكَ يَا رَبِّ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوباً: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ, فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ, إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ, وَإِذْ سَأَلْتَنِيْ بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ, وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ»

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'যখন আদম (আলাইহিস সালাম) ভুল করে ফেললেন, তখন তিনি বললেন, হে প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ওসিলায় ক্ষমা চাচ্ছি যেন আপনি আমাকে ক্ষমা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম, তুমি কীভাবে মুহাম্মদকে চিনতে পারলে, অথচ আমি তাকে এখনো সৃষ্টি করিনি? আদম (আলাইহিস সালাম) তখন বললেন, হে প্রতিপালক আপনি যখন আমাকে আপনার হাত দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং আমার মাঝে আপনার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেন তখন আমি মাথা তুলে দেখি যে, আরশের পায়ের সাথে [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ] লেখা আছে। তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তির নাম ছাড়া আপনার নামের সাথে যুক্ত করবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ হে আদম। নিশ্চয়ই মুহাম্মদই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। তুমি তার ওসিলায় আমার কাছে দু'আ কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। আর মুহাম্মদ (ﷺ)-কে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না"।[১১২]

হাদীসের মান পর্যালোচনা :

এটি মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা। এর সনদে আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম তারা দুইজনই হাদীস বানানোর দোষে অভিযুক্ত।[১১৩] যদিও ইমাম হাকিম বলেছেন, 'সহীহ সনদ'।[১১৪] কিন্তু তিনি শৈথিল্যবাদীদের একজন। তার সব মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১১৫] এ কারণে ইমাম যাহাবী ইমাম হাকিমের এ

[১১২] *মুস্তাদরাক হাকেম: ২/৬৭২, হা/৪২২৮। তারিখে দামেশক্ব, ইবনে আসাকির: ৭/৪৩৭। দালায়েলুন নবুওয়াহ, বায়হাকী: ৫/৪৮৯, হা/২২৪৩। শব্দগুলো বায়হাকীর*

[১১৩] *দেখুনঃ আল-মাদখাল ইলা মা'রিতিস-সহীহ মিনাস সাকিম, ইমাম হাকিম: ১৫৪ পৃষ্ঠা। লিসানুল মীযান, ইবনু হাজর: ৩/৩৫৯, (১৪৫০) মীযানুল ই'তেদাল, ইমাম যাহাবী: ২/৫০৩ (৪৬০৩)*

[১১৪] *মুস্তাদরাক হাকেম: ২/৬৭২, হা/৪২২৮*

[১১৫] *ইমাম হাকিমের এ শুদ্ধিকরণ সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়্যা বলেন, "এ*

قَطُّ عَلَى سِفَاحٍ، لَمْ يَزَلْ يَنْقُلُنِيْ مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ النَّقِيَّةِ مُهَذَّبًا لَا يَتَشَعَّبُ شُعْبَانِ إِلاّ كُنْتُ فِيْ خَيْرِهِمَا»

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! যখন আদম (আলাইহিস সালাম) জান্নাতে ছিলেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন? রাসূল (ﷺ) বললেন, 'আমি তখন তার মেরুদণ্ডে ছিলাম। তাকে যখন দুনিয়ায় অবতরণ করানো হয় তখনো আমি তার মেরুদণ্ডে ছিলাম। আর আমার পিতা নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর মেরুদণ্ডে থাকাকালীন সময়ে আমি কিস্তিতে আরোহণ করেছিলাম। আর আমার পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর মেরুদণ্ডে থাকাকালে আমি আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। আমার পিতা-মাতা কখনো অনাচার করেনি। এভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে পবিত্র মেরুদণ্ড থেকে স্বচ্ছ রেহেমে মার্জিত করে স্থানান্তর করেন। অতএব এমন কোন দু'টি অঙ্গ মিলিত হয়নি যে দু'টি উত্তম অংগের মাঝে আমি ছিলাম না'।[১০৭]

হাদীসের মান পর্যালোচনা :

হাদীসটি বানোয়াট। মুহাদ্দিসগণ এটাই বলেছেন, যেমন: ইমাম ইবনুল জাওযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[১০৮], ইমাম সুয়ূত্বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[১০৯] এবং ইবনু ইরাক কিনানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)[১১০] প্রমুখ।

ইবনুল জাওযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [৫০৮-৫৯৭ হিঃ] বলেন, 'হাদীসটি বানোয়াট, কতক কাহিনীকার এটি বানিয়েছে'।[১১১]

যেসব গ্রন্থে হাদীসটিকে বানোয়াট আখ্যা দেয়া হয়েছে :

আল-মাওদূ'আত, ইবনুল জাওযী: ১/২৮১। আল-লাআলী আল-মাসনু'আ, সুয়ূত্বী: ১/২৪৩। তানযীহুশ শারী'আ, ইবনু ইরাক কিনানী: ১/৩২১। আল-ফাওয়াঈদুল মাজমু'আ, শাওকানী: ১/৩২০।

৬ নং হাদীস:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ

[১০৭] *আল-মাওদূআত, ইবনুল জাওযী: ১/২৮১। আল-লাআলী আল-মাসনু'আ, সুয়ূত্বী: ১/২৪৩। আদ্দুররুল মানসূর, সুয়ূত্বী: ৬/৩৩২*

[১০৮] *আল-মাওদূ'আত, ইবনুল জাওযী: ১/২৮১।*

[১০৯] *আল-লাআলী আল-মাসনু'আ, সুয়ূত্বী: ১/২৪৩।*

[১১০] *তানযীহুশ শারী'আ, ইবনু ইরাক কিনানী: ১/৩২১।*

[১১১] *আল-মাওদূ'আত, ইবনুল জাওযী: ১/২৮১।*

উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'বরং [হাদীসটি] বানোয়াট'।[১১৬] অন্যত্র বলেন, 'বাতিল উক্তি'।[১১৭]

এমনকি ইমাম হাকিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [৩২১-৪০৫ হিঃ] নিজেই তার 'আল-মাদখাল ইলা মা'রিতিস-সহীহ' গ্রন্থে (আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ) সম্পর্কে বলেন:

«عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رَوَى عَنْ أَبِيْهِ أَحَادِيْثَ مَوْضُوْعَةً لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَأَمَّلَهَا مِنْ أَهْلِ الصُّنْعَةِ أَنَّ الْحَمْلَ فِيْهَا عَلَيْهِ»

'আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম তার পিতার সূত্রে কিছু জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস শাস্ত্রে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তারা একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন যে, এ সকল হাদীসের জালিয়াতির অভিযোগ আব্দুর রহমানের উপরেই বর্তায়'।[১১৮]

হাদীসের আরেকজন বর্ণনাকারী (আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনু রাশীদ) সম্পর্কে ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [২৭৩-৩৫৪ হিঃ] বলেন,

«مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الْحَدِيْثِ، يَضَعُ عَلَى لَيْثٍ وَمَالِكٍ وَابْنِ لَهِيْعَةٍ، لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيْثِهِ»

'সে মিথ্যা হাদীস বানানোর দোষে অভিযুক্ত [অনেকেই আমাকে অবহিত করেছেন যে], লাইস, মালেক এবং ইবনু লাহি'আ এদের উপর সে মিথ্যা রচনা করত। তার হাদীস লিখা বৈধ নয়'।[১১৯]

শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) [১৩৩২-১৪২০ হিঃ] বলেন, 'হাদীসটি বানোয়াট'।[১২০]

তিনি আরো বলেন, 'রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই'।[১২১]

তবে কেউ কেউ আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদকে দুর্বল বলেছেন, যেমন: ইমাম বায়হাকী[১২২], ইমাম বুখারী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, দারুকুত্বনী[১২৩] এবং ইবনু তাইমিয়্যা প্রমুখ।[১২৪]

• হাদীসের মতন পর্যালোচনা :

যদি এ হাদীসের মতন পর্যালোচনা করা হয় দেখা যাবে, হাদীসটি প্রত্যাখ্যাত দুই দিক থেকে :

১. আল্লাহ তা'আলা ও আদমের মাঝে তথাকথিত এই সংলাপটি মিথ্যা হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সংলাপটি ছিল আদম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক ভুল সঙ্ঘটিত হওয়ার পর। কিন্তু ভুল করার পূর্বেই আল্লাহ তাকে সবকিছুর নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আর এটি অসম্ভব যে, সকল কিছুর নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন অথচ মুহাম্মদের নাম তখন শিখিয়ে দেননি। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا 'আর তিনি শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম'।[১২৫]

এ আয়াত দ্বারা সবকিছুর নাম শিখানো প্রমাণিত। সুতরাং তিনি তো বলতে পারতেন: হে আল্লাহ আপনি তো মুহাম্মদ সম্পর্কে পূর্বেই আমাকে জানিয়েছেন; যখন সবকিছুর নাম শিখিয়েছিলেন। অথচ তা তিনি করেননি, এখানেই প্রতীয়মান হয় যে, এই হাদীসটি বানোয়াট।

২. এই বানোয়াট হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীসে উল্লেখ নেই যে, আরশের পায়ের সাথে [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ] লেখা ছিল। সুতরাং কীভাবে অদৃশ্যের বিষয় প্রতিষ্ঠিত হবে বানোয়াট হাদীস দিয়ে?!!

• যেসব গ্রন্থে হাদীসটিকে বানোয়াট এবং বাতিল আখ্যা দেয়া হয়েছে:

[মুস্তাদরাক হাকেম বি-তা'লীক্বিয যাহাবী: ২/৬৭২, হা/৪২২৮। লিসানুল মীযান, ইবনু হাজার: ৩/৩৫৯, (১৪৫১)। আস-সারিমুল মুনকি, ইবনু আব্দুল হাদী: ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা। তানযীহুশ শারী'আ, ইবনু ইরাক কিনানী: ১/৭৮, (১০৫)। সিলসিলা যঈফা ওয়া মাওদূ'আ, আলবানী: ১/৮৮, হা/২৫]।

অতঃএব, প্রমাণিত হল হাদীসটি মিথ্যা ও বানোয়াট। আর আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পক্ষ থেকে যেহেতু অপরাধ সঙ্ঘটিত হওয়ার সময় মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন অস্তিত্বই ছিল না; তাই তার উসিলায় দুআ করা বৈধ নয়। এটি একটি ভ্রান্তবিশ্বাস বৈ কি?

হাদীস এবং এ সদৃশ হাদীসগুলোকে হাকিম কর্তৃক শুদ্ধিকরণের ব্যাপরে হাদীসের ইমামগণ বিরোধিতা করেছেন। তারা এও বলেছেন যে, হাকিম অসংখ্য হাদীসকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। অথচ সেগুলো হাদীসবিশারদগণের নিকটে বানোয়াট এবং মিথ্যা" [মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যা: ১/২৫৫

[১১৬] *মুস্তাদরাক হাকেম বি-তা'লীক্বিয যাহাবী: ২/৬৭২, হা/৪২২৮*

[১১৭] *মীযানুল ই'তেদাল, ইমাম যাহাবী: ২/৫০৪, (৪৬০৪)*

[১১৮] *আল-মাদখাল ইলা মা'রিতিস-সহীহ মিনাস সাক্বিম, ইমাম হাকিম: ১৫৪ পৃষ্ঠা।*

[১১৯] *লিসানুল মীযান, ইবনু হাজর: ৩/৩৫৯, (১৪৫০)। মীযানুল ই'তেদাল, ইমাম যাহাবী: ২/৫০৩, ৪৬০৩*

[১২০] *সিলসিলা যঈফা ওয়া মাওদূ'আ, আলবানী: ১৮৮, হা/২৫*

[১২১] *সিলসিলা যঈফা ওয়া মাওদূ'আ, আলবানী: ১/৯১, হা/২৫*

[১২২] *দেখুনঃ দালায়েলুন নবুওয়াহ, ইমাম বায়হাকী: ৫/৪৮৯, হা/২২৪৩ আস-সীরাহ আন-নবুবিয়্যাহ, ইবনু কাসীর: ১/৩২০*

[১২৩] *দেখুনঃ আস-সারিমুল মুনকি, ইবনু আব্দুল হাদী: ৪২ পৃষ্ঠা*

[১২৪] *দেখুন: মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যা: ১/২৫৫*

[১২৫] *সূরা বাকারা আয়াত: ৩১*

কোভিড-১৯: মূল্যবোধের অবক্ষয়ের নতুন মাত্রা

মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ❖

মানুষের জীবনের সবচেয়ে অনিবার্য বাস্তবতা হলো মৃত্যু। জীবন মানেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী।[১২৬] চীনের উহানীয় কোভিড-১৯ এর দানবীয় রূপের সীমাহীন তাণ্ডবে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় মানবিকতার অন্তরে যে তীব্রতর অমানবিকতার ছোবল পড়েছে ; তা লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে শতবছরের লালিত ও বহমান সামাজিক গভীর বন্ধনের শক্তিশালী ভীতকে। যার কারণে ভেঙে পড়েছে সহমর্মিতা ও ভালোবাসার মোহনীয় ও আবেগীয় চেতনা। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই তার নজির দেখা দিতে শুরু করেছে পুরো দেশময়। চরম স্বার্থপরতার মোড়ক থেকে বের হতে শুরু করেছে মানুষের ভেতরে লুকানো ও সুপ্তভাবে বসবাসকারী স্বার্থান্ধতার কদর্য রূপ। পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয়; এ অনবদ্য শাশ্বত ঐশী বাণী ভুলে মানুষ পারিবারিক স্বর্গীয় সম্পর্ক ত্যাগ করে নিজেই কেন যেন বেঁচে থাকতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আপন রক্তের সাথে এ অপ্রত্যাশিত আচরণ কী মর্মান্তিক! কতোটা নিদারুণ; তা ভাবলে গা শিউরে উঠে। অথচ জীবন আল্লাহ প্রদত্ত একটি দান। 'পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মৃত্যু ও জীবন দিয়েছেন-কে কাজে-কর্মে উত্তম' তা দেখার জন্য (আল কুরআন-৬৭:২) আল কুরআনের এ বাণী থেকে মানুষ কতো দূরে। দেখুন, নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার কুচিয়াবাড়ি গ্রামের পাঁচ সন্তানের জননী ফুজলি বেগমকে বাঁশঝাড়ের নিচে রাস্তায় ফেলে গিয়েছিল তার সন্তানরা। এ ফুজলি বেগমই স্বপ্ন দেখে খুশি হয়ে পাঁচ পাঁচটিবার পঞ্চাশ মাসের মতো সময় জটর জ্বালার তীব্র যন্ত্রণা ও কাতরতাকে হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুর কষ্টকে অনেক কাছ থেকে দেখেছেন। সন্তানেরা এবার রাস্তায় ফেলে রেখে যাওয়ার কষ্টটা তার কাছে সীমাহীন মর্মপীড়ার ছিল। এর চেয়ে মরে যাওয়াই তার কাছে হয়ত অনেক স্বস্তির ছিল। অন্যদিকে কাশিয়ানীর ঘটনাটা তার উল্টো। করোনা উপসর্গ দেখা দেয়ার পর মা-বাবা তার আদরের সন্তানকে ফেলে গেছে বাঁশঝাড়ে। জন্মদাতা মা-বাবা করোনায় আক্রান্ত সন্তানকে কিছু টাকা, পানি এবং পাউরুটি দিয়ে রাতের অন্ধকারে ফেলে গেলেন বাঁশঝাড়ে। প্রতিদিনের মতোই ফজরের সালাত শেষ করে হাঁটছিলেন এক বৃদ্ধ মা। হঠাৎ দূরে কাপড় মোড়ানো কী একটা যেন তার দৃষ্টিগোচর হল। দেখতে পেলেন একজন কিশোর মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। উনি প্রতিবেশীদের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনকে অবগত করলেন। প্রশাসনের তড়িৎ হস্তক্ষেপে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সহযোগিতায় দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স এনে ১৪ বছরের এ বালককে নেয়া হয় কাশিয়ানী হাসপাতালে। পরে জানা যায়, তার নাম রাকিব, গ্রাম- মল্লিকপুর, উপজেলা- লোহাগড়া, চট্টগ্রাম। তার জন্মদাতা মা-বাবা ছেলেটির করোনা উপসর্গ থাকায় গভীর রাতে তাকে এ বাঁশঝাড়ে রেখে যায়। ছেলেটি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কী ভয়াবহ নির্মমতা!

আবার সুনামগঞ্জে অন্য জেলা থেকে আসা গার্মেন্টকর্মীর বাড়িতে যাওয়ায় করোনা হয়েছে সন্দেহ করে বৃদ্ধা মাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন সন্তানরা। অমত্য বালা দাস (৯০) দুই ছেলের জন্মের পর স্বামীকে হারান। কষ্ট করে ছেলেদের মানুষ করেন। দুই ছেলে কৃষি কাজ করলেও তারা আবস্থাপন্ন। ছেলেদের দাবি, করোনার মহামারির মধ্যে অন্য জেলা থেকে আসা মানুষের বাড়িতে যাওয়ার শাস্তি স্বরূপ তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। মমতার গভীর বন্ধন আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে! এছাড়াও টাঙ্গাইলের সখীপুরে করোনা সন্দেহে এক নারীকে জঙ্গলে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে তার স্বামী-সন্তানেরা। পঞ্চাশোর্ধ্ব মা সংসারের বোঝা ছিলেন না। ছেলে, দুই মেয়ে, মেয়েদের জামাই, নাতি-নাতনিদের রান্না করে খাওয়াতেন। বাচ্চাদের দেখাশোনাও করতেন। কারণ সবাই চাকরি করতো। সেই মায়ের জ্বর-স্বর্দি-কাশি হওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে পরীক্ষা করারও প্রয়োজনবোধ করলেন না সন্তানেরা। নিজের পেটে ধারণ করা সন্তানরা সন্ধ্যার সময় মা-কে নিয়ে বনের মধ্যে ফেলে আসলেন। রাতে হয়তো অসুস্থ এই মাকে শেয়াল-কুকুরেই টেনেহিঁচড়ে খেয়ে

❖ *পিএইচডি গবেষক ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*

[১২৬] *সূরা আনকাবূত আয়াত: ৫৭*

ফেলতো। সন্তানদের ফেলে যাওয়া মা-কে উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান প্রশাসনের কর্মকর্তারা। পরীক্ষায় মেলে ফেলে যাওয়া মা-র করোনা নেগেটিভ।

শুধু তাই নয়, পাবনার বেড়া উপজেলার দুর্গম চর চরসাফুল্যা গ্রামে করোনাভাইরাসের উপসর্গ থাকায় কে বা কারা মানসিক ভারসাম্যহীন এক বৃদ্ধকে (৬৫) ফেলে রেখে যায়। বেড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইসোলেশনে ভর্তি করেন। পরম আপনজন পরকালে জবাবদিহিতার ভয়ে নিজেদের ভাই-বোন, পিতা-মাতা অর্থাৎ রিলেটিভদের থেকে দূরে সরে যাবে মর্মে আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে।[১২৭] সে কঠিন মুহূর্তটা আজ বাস্তবিক হয়ে ধরা দিয়েছে। তারপরও মানুষ ইসলাম থেকে গাফিল। আল কুরআনের মর্মবাণী চেতনায় আঘাত হানে না, কতোটা জাহিলিয়্যাতে ঠাসা ধ্যান-ধারণা আস্তানা গেড়েছে দেহ-মনে। মানবতা-মানবিকতাও আজ এক করোনাভাইরাসের ভয়ে জগৎ থেকে বহুদূরে বিতাড়িত।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে সাভারে এক বৃদ্ধা মাকে ফেলে পালিয়েছে তার সন্তানরা। সমাজের কাছে হেয় হবেন এ ভয়ে সন্তানদের পরিচয়ও প্রকাশ করছেন না এই মা। এমন পরিস্থিতিতে অসহায় ওই বৃদ্ধার দায়িত্ব নিয়েছেন সাভার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

গত ২১ এপ্রিল করোনা আক্রান্ত সন্দেহে নারায়ণগঞ্জ থেকে এনে মাথার চুল কেটে সাভারে এক বৃদ্ধাকে ফেলে পালিয়েছে তার সন্তানরা। সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওই নারীকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। এদিকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে পিতাকে ফেলে পালিয়েছে সন্তানরা। সন্তানরা বাবার লাশ নিতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সমাজের অনেক জায়গায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে হর হামেশা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখেছি অসুস্থ পিতাকে মাঠের মাঝখানে রেখে যাওয়ার ঘটনা। পরে সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে। টঙ্গীতে এক নারী অসুস্থ হয়ে রাস্তায় মারা গেলেও করোনা সন্দেহে তার মরদেহ ধরেনি সন্তানসহ এলাকাবাসী। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সড়কেই পড়েছিল ওই নারীর লাশ। মায়ের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে ছেলেমেয়ে এবং তার স্বজনরা মরদেহ নিতে এগিয়ে আসেনি। আরও বেশ কিছু ঘটনায় মৃত স্বজনের লাশ রেখে চলে গেছে আত্মীয়রা। পরিবার খবর নেয়নি। কাফন-দাফনে এগিয়ে আসেনি। পুলিশ লাশ তুলে নিয়ে দাফন করেছে। সন্তানেরা ধারে কাছে না আসায় অনাত্মীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানাজা পড়িয়ে লাশ দাফন করছেন, ইতোমধ্যে এমন নজিরও স্থাপিত হয়েছে।

করোনার ভয়ে সন্তান যখন মা-বাবাকে রাস্তায়-মাঠে-চরে ফেলে যাচ্ছে, মৃতদেহ গ্রহণ করতে, দাফন করতে অস্বীকার করছে তখন মা-বাবার স্নেহের কাছে করোনা পরাজিত হয়েছে। চট্টগ্রামের পটিয়ায় করোনা আক্রান্ত ছয় বছর বয়সী শিশু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। হাসপাতাল থেকে তার লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় অ্যাম্বুলেন্সে মৃত সন্তানের শিয়রে বসে থাকা মা আনমনে মৃত সন্তানকে আদর করছিলেন।

মাথায়, কপালে হাত বুলাচ্ছিলেন। সন্তানের এভাবে চলে যাওয়া মা-কে যেন জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান ভুলিয়ে দিয়েছে। চরম ঝুঁকির মাঝেও সন্তানকে ছেড়ে না গিয়ে আদর করার এই দৃশ্য অনেকের চোখ ভিজিয়ে দিয়েছে। মৃত শিশুটির হতভাগ্য বাবাও সন্তানটিকে ছেড়ে যেতে পারেননি। দাফন করার সময় বুকে আগলে লাশ নিয়ে যান কবরে। অথচ আদরের সন্তানের লাশের ভেতরে ঘাতক করোনা লুকিয়ে আছে। কোনও সুরক্ষা ছাড়াই শেষবারের মতো সন্তানকে বুকে আগলে ধরেছিলেন বাবা। ঢাকা মেডিক্যালে করোনা শনাক্ত হওয়ায় এক শিশুকে নিতে হবে কুয়েত-মৈত্রী হাসপাতালে। কিন্তু করোনা আক্রান্ত ওই শিশুকে অ্যাম্বলেন্সে তোলার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। শেষ পর্যন্ত শিশুর বাবা তার সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠেন।

করোনাভাইরাসের প্রকোপে গোটা ভারত যখন লকডাউনে তখন প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে অন্ধ্র প্রদেশে আটকে পড়া থেকে ফেরাতে স্কুটি চড়ে প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ছেলেকে ফিরিয়ে আনেন তেলেঙ্গানা রাজ্যের এক মা রাজিয়া সুলতানা। ভারতের কেরালার আরেক মা অসুস্থ ছেলেকে দেখতে নিজেই গাড়ি চালিয়ে ২ হাজার ৭০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে যোধপুর গেলেন পঞ্চাশ বছর বয়সী মা সিলাম্মা ভাসান। ছেলের গুরুতর অসুস্থতার কথা জানার পর মা কেরালা থেকে তামিলনাড়ু, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র ও

[১২৭] *সূরা আবাসা আয়াত: ৩৪-৩৭*

গুজরাট রাজ্য ঘুরে তিন দিন ধরে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে রাজস্থানে অসুস্থ ছেলের কাছে পৌঁছান।

করোনা আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। বিশ্বজুড়ে প্রতিদিনই চলছে মৃত্যুর মিছিল। এরই মাঝে গত ২১ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, প্রাণঘাতী করোনার ভয়ানক পরিস্থিতি দেখা এখনও বাকি আছে। ইউরোপ-আমেরিকার তুলনায় বাংলাদেশে করোনা এখনও মহামারি রূপ নেয়নি। এরই মাঝে সন্তানরা মা-বাবাকে রাস্তাঘাটে ফেলে যাচ্ছে, লাশ নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

আল্লাহ না করুন মহামারি আকার নিলে তখন মা-বাবাদের কী হবে? যারা মা-বাবাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন, লাশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং যাদের মা-বাবাকে রাস্তায় ফেলে আসার সম্ভাবনা আছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, পৃথিবীর ৭৮০ কোটি মানুষের মধ্যে ১৭ জুলাই পর্যন্ত ১ কোটি ৪০ লাখ ৫ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৬ লাখ মানুষের এবং সুস্থ হয়েছেন ৮৩ লাখ ২৩ হাজার। আর আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে ২ হাজার ৫ শত ৪৭ জন পর্যন্ত মারা যান। কেউ ঘরে বসে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে, আবার কেউ বাইরে গিয়ে কিংবা করোনায় আক্রান্তের সেবা-শুশ্রূষা করেও দিব্যি ভালো আছেন।

কেউ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছেন, কেউ সুস্থ হয়ে উঠছেন। আসলে নির্ধারিত সময় আসলেই মানুষকে মরতে হবে। এটা যেভাবেই যে নামেই এবং যে রোগেই হউক না কেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন, 'বল, মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছেন, তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদের অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন যা তোমরা করতে'।[১২৮]

আলোচ্য আয়াতে অনিবার্য মৃত্যুর কথা তুলে ধরা হয়েছে; তার থেকে পালানোর কোন সুযোগ কারো নেই। যে কর্মকাণ্ড মানুষ প্রতিনিয়ত করছে সে সম্পর্কে তাকে দয়াময় আল্লাহ পরকালে জানিয়ে দিবেন। সুতরাং কর্ম ভাবনায় বিভোর হওয়া উচিৎ প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের। কারণ যে কোনভাবে যে কোনো সময়ে অনিবার্য মৃত্যুর সাক্ষাৎ তাকে পেতে হচ্ছে; এতো ভয়ের কি কারণ আছে?

১৬ মার্চের ঘটনা। দিনাজপুরের ফাসিলাডাঙ্গায় সোলায়মান আলী নামের এক ব্যক্তি মারা যান। তাঁর লাশ দাফনের জন্য স্বজন ও গ্রামবাসী কবরস্থানে সমবেত হয়েছিলেন। কবরস্থানের পাশে গাছের ডালে একটি মৌচাক ছিল। এ সময় দূর থেকে উড়ে আসা একটি ঘুড়ি মৌচাকে আঘাত করে। এতে গাছের নিচে থাকা উপস্থিত লোকজনকে আক্রমণ করে মৌমাছির ঝাঁক। মৌমাছির আক্রমণে আবদুর রৌফসহ ১৬ জন আহত হন। আহত লোকজনকে দিনাজপুর এম আবদুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে আবদুর রৌফের মৃত্যু হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় অবস্থান করলেও ।[১২৯]

বাংলাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী করোনায় সন্ত্রস্ত, আবদুর রৌফের মনেও হয়তো করোনা ভীতি উঁকি দিয়েছিল। অথচ মৃত্যুরূপে করোনা নয়, এলো মৌচাকে ঘুড়ির আঘাত ক্রুদ্ধ মৌমাছির আক্রমণ। ঘুড়ি মৌচাকে আঘাত করবে, তারপর মৌমাছির আক্রমণে আবদুর রৌফের মৃত্যু হবে, এমন মৃত্যু সমবেত কারও কল্পনাতেও কি ছিল সেদিন? গত ১৫ এপ্রিল স্বামী মৃণাল কান্তির মোটরসাইকেলে কর্মস্থল পার্বতীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাচ্ছিলেন নার্স ইতি রানী। পথিমধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ে তাদের ওপর একটি গাছের মোটা ডাল ভেঙে পড়ে। এতে ইতি রানী রায় নিহত হন, আর স্বামী মৃণাল কান্তি আহত হন। এক মোটরসাইকেলে ভ্রমণ করে একজন নিহত, একজন আহত। করোনা তাণ্ডবের মাঝেই বেশ কয়েকজন বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে কয়েকজন। করোনা ছাড়া অন্য অসুখে মারা গিয়েছেন অনেকেই। তারপরও কেবলই করোনার ভয়ে কেন এমন নিষ্ঠুর, নির্মম আচরণ? কোনো ঈমানদার মুমিন-মুসলিমের পক্ষে এমন আচরণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। আসলে প্রকৃত পক্ষে ধর্ম থেকে, ধর্মীয় বাণী থেকে ধীরে ধীরে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। নৈতিক মান, মানবিকতার সৌন্দর্য অবগাহনে আমরা চরমভাবে ব্যর্থহচ্ছি। কোভিড-১৯ এর চরম দুর্দিনেও আমাদের শিক্ষা না হয়ে বরং আমরা আরো বেহিসেবি জীবন-যাপনের দিকে ঝুঁকে পড়ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক। ❐❑

[১২৮] *সূরা জুমআ আয়াত: ৮*

[১২৯] *সূরা নিসা আয়াত: ৭৮*

বিপদাপদ অবতরণকালে মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করা ও বিনীত হওয়া আবশ্যক

সামাহাতুশ শাইখ আবদুল আযীয বিন বায (রহ)
অনুবাদ : মুহা: মাহমুদুল হাসান★

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে প্রায়শ বিভিন্ন বিপদাপদ, সুখ-শান্তি, অনুগ্রহ-নিরাপত্তা ও মহামারি ইত্যাদি জাগতিক বালা-মসিবত দিয়ে তাদের ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা পরীক্ষা করেন। জেনে নেন; কারা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে আর কারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং বালা-মসিবত আপতিত হলে কারা তাঁর কাছে বিনীত হয়, নিজের অপরাধ স্বীকার করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাঁর রহমত কামনা করে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿الم ○ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾

'আলিফ-লাম-মীম; মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে? আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই (পরীক্ষা করার মাধ্যমে) জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই জেনে নিবেন কারা মিথ্যাবাদী।"[১৩০]

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ 'ওয়াহুম লা ইউফতানূন' এখানে ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হল- পরীক্ষা করা, যাচাই-বাছাই করা। যে পরীক্ষার মাধ্যমে মিথ্যাবাদীদের থেকে সত্যবাদী, ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞদের নির্ণয় করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

"আমি তোমাদের কতকজনকে অপরজনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। (এ পরীক্ষায়) তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? আর তোমার প্রতিপালক সর্বদ্রষ্টা।"[১৩১] তিনি আরো বলেন :

﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

"আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করব এবং আমারই নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।"[১৩২]

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

"আমি তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করেছিলাম, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।"[১৩৩]

এখানে الْحَسَنَات বা মঙ্গল দ্বারা উদ্দেশ্য হল-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-দৌলত, মান-সম্মান ও সুস্বাস্থের নিয়ামত এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে জয় ইত্যাদি।

আর وَالسَّيِّئَات বা অমঙ্গল দ্বারা উদ্দেশ্য হল- বালা-মসিবত যেমন- অসুস্থতা, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, মহামারি , শত্রুদের বিজয় ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

"স্থল ও জলভাগে মানুষের কর্মের কারণে বিপর্যয় প্রকাশ পায়, যাতে এর মাধ্যমে তিনি তাদের কতিপয় কাজের শাস্তি ভোগ করান, আশা করা যায় তারা ফিরে আসবে।"[১৩৪]

অর্থাৎ দুনিয়াতে ভাল-মন্দ, বিপদাপদ ও বিপর্যয় যা প্রকাশ পাওয়ার তা মহান আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে। মহান আল্লাহ এসব দিয়ে থাকে যাতে মানুষ অপরাধ, অশ্লীল-বেহায়াপনা ও যুলুম-নির্যাতন পরিত্যাগ করে দ্বীনের পথে ফিরে আসে, কৃত অপরাধের জন্য তাওবা করে তাঁর মুমিন বান্দা হিসেবে বসবাস করে।

আর আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর প্রতি ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান রাখা, তাদের আনুগত্য করা, শরীয়তকে আঁকড়ে ধরে চলা ও সেদিকে দাওয়াত দেয়া এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করা দুনিয়া ও পরকালের সকল কল্যাণের কারণ। মহান আল্লাহ বলেন:

★ *অধ্যয়নরত, আল-কাসীম বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।*

[১৩০] *সূরা আনকাবুত আয়াত : ১-৩*

[১৩১] *সূরা ফুরকান আয়াত : ২০*

[১৩২] *সূরা আম্বিয়া আয়াত : ৩৫*

[১৩৩] *সূরা আরাফ আয়াত : ১৬৮*

[১৩৪] *সূরা রূম আয়াত : ৪১*

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে দৃঢ় করে দেবেন।"[১৩৫]

অন্যত্র তিনি বলেন :

﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ○الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

"আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য নিষেধ করবে; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।"[১৩৬]

তিনি আরো বলেন :

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

"যদি সে সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।"[১৩৭]

পবিত্র কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে বিপদাপদ আপতিত হলে মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করা ও বিনীত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর একান্ত বিশুদ্ধ তওবা; আশা করা যায় তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়।[১৩৮]

তিনি আরো বলেন:

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"হে মুমিনগণ তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"[১৩৯]

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ○ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"তোমার পূর্বেও আমি বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; অতঃপর তাদেরকে অর্থসঙ্কট ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়। আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আসল তখন তারা কেন বিনীত হল না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।"[১৪০]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উৎসাহিত করছেন যে, যখন মহামারী, খড়া, ভূমিকম্প, টর্নেডো ও মহা-প্লাবন ইত্যাদি বিপদাপদ আক্রান্ত করবে তখন তোমরা তাঁর কাছে বিনীত হবে, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং তাঁর সহযোগিতা কামনা করবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন: فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا অর্থাৎ যখন আমার পাকড়াও এসেছিল তখন কেন তারা আমার কাছে বিনীত হয়নি। তারপর আল্লাহ মানুষের অন্তরের কাঠিন্য এবং শয়তান তাদের কাছে অসৎ কাজ সুন্দর ও শোভনীয় করে তুলে ধরে পথভ্রষ্ট করেছে এবং তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[১৩৫] *সূরা মুহাম্মাদ আয়াত : ৭*
[১৩৬] *সূরা হাজ্জ আয়াত : ৪০-৪১*
[১৩৭] *সূরা আরাফ আয়াত : ৯৬*
[১৩৮] *সূরা তাহরীম আয়াত : ৮*
[১৩৯] *সূরা নূর আয়াত : ৩১*
[১৪০] *সূরা আনআম আয়াত : ৪২-৪৩*

﴿وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।"[১৪১]

খলীফা উমার বিন আব্দুল আযীয (রহমাহুল্লাহ আলাইহি) এর সময় যখন ভূমিকম্প হয়েছিল তিনি সকল কর্মকর্তাদের কাছে পত্র লিখে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আপনারা মুসলিমদেরকে আল্লাহর কাছে তাওবা করা, তাঁর কাছে বিনীত হওয়া এবং অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিন।

হে মুসলিম ভাই ও বন্ধুগণ! বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবী যে সকল বালা-মসিবত, দুর্যোগ-মহামারি ও ফিতনা-ফাসাদে আক্রান্ত তা সকলের কাছে স্পষ্ট। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলো কাফের-মুশরিকদের কর্তৃত্বাধীন, এছাড়াও মহাপ্লাবন, ভূমিকম্প, টর্নেডো-ঘূর্ণিঝড় ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নানাবিদ বিপদাপদ দ্বারা আক্রান্ত। এ সবের অন্যতম কারণ মানুষের কুফরী, পাপাচার ও যুলুম-অত্যাচার, আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দেয়া, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ও পরকাল বিমুখ হওয়া এবং পরপারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে দুনিয়ার জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকা। মানুষ যখন আল্লাহর পথ থেকে সরে অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ এ সব বালা-মসিবত দ্বারা পরীক্ষা করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব বিপদাপদ মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া, তাঁর কাছে কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাঁর আনুগত্যের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া, তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করা, পরস্পর ভাল কাজে সহযোগিতা করার দিকে আহবান করে। সুতরাং মানুষ যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করবে, তাঁর কাছে অনুনয় বিনয় করবে, পরস্পর ভাল ও আল্লাহভীতির কাজে সহযোগিতা করবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে তখন আল্লাহ তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন, বিপদাপদ হতে হেফাযত করবেন, দুনিয়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, নিয়ামতরাজি ঢেলে দিবেন এবং শত্রুদের অনিষ্ট হতে তিনিই যথেষ্ট হবেন।

[১৪১] *সূরা আনআম: আয়াত : ৪৩*

মহান আল্লাহ বলেন: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ "আর মুমিনদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য।"[১৪২] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

"তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না, তাঁকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাক। নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।"[১৪৩]

তিনি আরো বলেন:

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

"আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাওবা কর, তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্টকালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দিবেন এবং তিনি প্রত্যেক মর্যাদাবানকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি মহাদিবসের শাস্তির।"[১৪৪]

মহান আল্লাহ বলেন:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি

[১৪২] *সূরা রূম আয়াত : ৪৭*
[১৪৩] *সূরা আরাফ আয়াত : ৫৫-৫৬*
[১৪৪] *সূরা হুদ আয়াত : ৩*

অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব) দান করবেন, যেমন তিনি খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব) দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো পাপাচারী।"[১৪৫]

তিনি আরো বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ রহম করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১৪৬]

অত্র আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহভীতি ও তাঁর প্রতি ঈমান, সকল পাপাচার থেকে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আসা, রাসূল (সা)-এর অনুসরণ এবং দ্বীনের উপর অবিচল থাকার মাধ্যমে তাঁর রহমত, দয়া-অনুগ্রহ এবং উভয় জগতের সমগ্র নিয়ামত পাওয়া সম্ভব। আর যারা তাঁর আনুগত্য বিমুখ হবে, তাঁর অধিকার আদায়ে অহঙ্কারী হবে এবং পাপাচার ও কুফরীতে অটল থাকবে তাদের জন্য মহান আল্লাহ উভয় জগতে বিভিন্ন শাস্তির মুখোমুখি করবেন। তাঁর হিকমাহ ও প্রজ্ঞা মতে ইহজগতে যে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলে উপযুক্ত হবে এবং অন্যরা উপদেশ গ্রহণ করবে সে শাস্তি আস্বাদন করাবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

"তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমি তাদের জন্য সমস্ত কিছুর (নিয়ামতের) দ্বার উন্মুক্ত করেদিলাম; অবেশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল এবং তা পেয়ে উল্লসিত হল তখন অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হল। অতঃপর জালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল, আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য; যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।"[১৪৭]

অতএব হে মুসলিম ভাই ও বন্ধুগণ! আত্মসমালোচনা করুন, মহান স্রষ্টার কাছে তাওবা করুন, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তাঁর অনুগত কাজে দ্রুত অগ্রসর হোন এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকুন আর পরস্পরকে ভাল ও আল্লাহভীতি কাজে সহাযোগিতা করুন। নিজেদের প্রতি সদয় হোন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সদয়শীলদের ভালবাসেন। তিরোধানের পূর্বেই উত্তম পাথেয় প্রস্তুত করুন, অসহায়-দুস্থ মানুষদের প্রতি দয়া ও সহাযোগিতার হাত প্রসারিত করুন। বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার যিকির করুন, কখনো তাঁর স্মরণ থেকে বিমুখ হবেন না। পরস্পরকে ভাল কাজের আদেশ করুন এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করুন, অবশ্যই আল্লাহ রহম করবেন। পাপাচার ও অশ্লীলতা, বেহায়পনার কারণে অন্যদেরকে যেসব বিপদাপদ পাকড়াও করছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আল্লাহ তাওবাকারীদের তাওবা কবুল করেন, দয়াশীলদের প্রতি দয়া করেন, নিশ্চয়ই মুত্তাকিনদের জন্য রয়েছে উত্তম পরিণতি। মহান আল্লাহ বলেন: فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ "আর আপনি সবর করুন, নিশ্চয়ই উত্তম পরিণতি মুত্তাকিদের জন্যই।"[১৪৮]

তিনি আরো বলেন: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"[১৪৯]

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উচিত মহান আল্লাহকে তাঁর নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করে আহবান করা যাতে তিনি বান্দাদের প্রতি রহম করেন, সকল বালা-মসিবত ও দুর্যোগ হতে হেফাযত করেন। মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আমাদেরকে দুনিয়াবী সকল বিপদাপদ হতে রক্ষা করেন। ❐❐

[১৪৫] *সূরা নূর আয়াত : ৫৫*
[১৪৬] *সূরা তাওবাহ আয়াত : ৭১*
[১৪৭] *সূরা আনআম আয়াত : ৪৪-৪৫*
[১৪৮] *সূরা হুদ আয়াত : ৪৯*
[১৪৯] *সূরা নাহল আয়াত : ১২৮*

আমাদের প্রতি রাসূলের অধিকারসমূহ

আব্দুল্লাহ বিন আইউব ★

আল্লাহ তা'আলা মানুষ এবং জ্বিনকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদতের পন্থা, তরীকা ও পদ্ধতি বাতলিয়ে দেয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নাবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব ও সর্বশেষ নাবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ ﷺ। তাঁর প্রেরিত হওয়া এ উম্মতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

অর্থ: অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যেহেতু তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা পূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে ছিল।[১৫০] আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ নাবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যাপারে আমাদের উপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আবশ্যক করেছেন; যা আমাদের জানা এবং কথা, কাজ ও বিশ্বাসে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। নিচে তা আলোচনা করা হল:

তাঁর উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পৌঁছানোর বিশ্বাস করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম ও তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসাবে ইসলামকে পছন্দ করলাম।[১৫১] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর নাবী মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণ পালনের সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, তিনি দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন আর পৌঁছানোর মাধ্যমেই তা পরিপূর্ণ হয়েছে; যেহেতু পৌঁছানোর মাধ্যমেই দীনকে জানা যায়। সুতরাং বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য শরীয়ত হিসাবে যা সাব্যস্ত করেছেন তা তিনি পৌঁছিয়েছেন।[১৫২] এ ব্যাপারে জাবের رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে উপস্থিত সাহাবীদের উদ্দেশ করে বলেন: তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কী বলবে? তারা বলেছিল: আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেছেন এবং পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ আকাশের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে বলেন: হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষ্য থেক, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষ্য থেক, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষ্য থেক।[১৫৩] এ ব্যাপারে আয়েশা رضي الله عنها বলেন: যে বলে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তা থেকে তিনি কিছু গোপন করেছেন, সে মিথ্যুক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

অর্থ: হে রাসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দাও।[১৫৪]

তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস করা: নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত: (ক) রিসালাতের দায়িত্ব প্রচারের ক্ষেত্রে নিষ্পাপ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ○ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾

অর্থ: আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না, তা তো কেবল ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।

এ আয়াত প্রত্যেক মনগড়া বিষয় হতে রাসূল ﷺ-জিহ্বা নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ।

★ *অধ্যয়নরত, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব*

[১৫০] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত: ১৬৪*

[১৫১] *সূরা মায়েদা আয়াত: ৩*

[১৫২] *মাজমুউল ফাতাওয়া ৫/১৫৫-১৫৬*

[১৫৩] *সহীহ মুসলিম হা: ১২১৮*

[১৫৪] *সূরা মায়েদা আয়াত: ৬৭*

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ○ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ○ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ○ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾

অর্থ: যদি সে আমার নামে মিথ্যা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত পাকড়াও করতাম। তারপর অবশ্যই আমি তার হৃদপিণ্ডের শিরা কেটে ফেলতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ রক্ষা করার থাকত না।[১৫৫]

যদি নাবী ﷺ কাফেরদের ধারণা অনুযায়ী কুরআন নিজের পক্ষ থেকে রচনা করতেন, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাঁকে আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি প্রদান করতেন।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ বাণী মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে যা তাঁর থেকে শুনতাম লিখে রাখতাম। কিন্তু কুরাইশরা আমাকে নিষেধ করল এবং বলল: তুমি রাসূল ﷺ থেকে যা শুনছ তাই লিখে রাখছ অথচ তিনি মানুষ, রাগান্বিত ও স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থায় কথা বলেন। ফলে আমি লেখা থেকে বিরত হলাম এবং রাসূল ﷺ-কে এ বিষয় অবহিত করলাম। তিনি বললেন: তুমি লেখা অব্যাহত রাখ, আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমার মুখ দিয়ে কেবল সত্যই বের হয়।[১৫৬]

(খ) শিরক ও কুফর থেকে নিষ্পাপ: তিনি নবুওয়াতের পূর্বে ও পরে শিরক ও কুফর থেকে নিষ্পাপ ছিলেন। এ ব্যাপারে আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ শৈশবকালে বন্ধুদের সাথে খেলারত অবস্থায় জিবরাঈল এসে তাঁকে বেহুশ করে বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদপিণ্ড বের করে তার মধ্যে থেকে এক টুকরা গোশতের পিণ্ড বের করে বলেন: এটা শয়তানের অংশ। অতঃপর তা স্বর্ণের একটি পাত্রে রেখে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করে যথাস্থানে রেখে দেন।[১৫৭]

এ হাদীস প্রমাণ করে, প্রত্যেক মানুষের শরীরে শয়তানের যে অংশটি থাকে তা রসূলের শরীর থেকে বের করে পবিত্র করা হয়েছে, তাই শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি এবং তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। ফলে তিনি ছোট শিরক থেকেও নিষ্পাপ ছিলেন।

(গ) ওহী এবং রিসালাতের দায়িত্ব ব্যতীত স্বাভাবিক জীবনেও মিথ্যা থেকে নিষ্পাপ: রাসূল ﷺ নবুওয়াতের পূর্বে সত্যবাদী হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত ছিলেন। তাই তাঁকে 'আল-আমীন' হিসাবে ডাকা হত। এজন্যই রাসূল ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যখন কুরাইশদের একত্রিত করে বলেছিলেন, যদি আমি বলি তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য পাহাড়ের পাদদেশে অশ্বারোহী বাহিনী ওৎ পেতে রয়েছে, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা বলেছিল; আমরা তোমাকে সত্যবাদী হিসাবেই বিশ্বাস করি।[১৫৮]

(ঘ) শিরক ব্যতীত কবীরা গুনাহ থেকেও নিষ্পাপ হওয়ার বিশ্বাস: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থ: নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।[১৫৯]

এ আয়াতটি আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ-এর জন্য প্রশংসাপত্র। এটা তাঁর কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং প্রত্যেক এমন বিষয় যা তাঁর মর্যাদা হ্রাস করে, নবুওয়াতকে কলঙ্কিত করে এসব ক্ষেত্রে নিরাপত্তার গ্যারান্টি। রাসূল ﷺ বলেন: আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং তাক্বওয়াপূর্ণ জীবন যাপন করি।[১৬০]

এ ভয় ও তাক্বওয়াপূর্ণ জীবনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রত্যেক এমন বিষয় থেকে দূরে থাকা যা আল্লাকে রাগান্বিত করে। আর কবীরা গুনাহ এর অন্তর্ভুক্ত, তাই তিনি এ থেকে সবচেয়ে দূরে থাকতেন।

রাসূল ﷺ-এর থেকে কি সগীরা গুনাহ সঙ্ঘটিত হয়েছে? অধিকাংশ আলেমদের মতে তাঁর থেকে সগীরা গুনাহ সঙ্ঘটিত হয়েছে, কিন্তু তাদের বিশ্বাস হচ্ছে (১) আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ভুলের ওপর অটল রাখেননি। বরং তাঁকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি, ইজতেহাদ হিসাবে হয়েছে। সুতরাং তা পাপ নয় বরং তা নাবীর ক্ষেত্রে বলা বেয়াদবি। (৩) এ ধরনের ভুলের ক্ষেত্রে তিনি তওবা করেছেন, যা তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে।[১৬১]

---

[১৫৫] *সূরা আল-হাক্কাহ আয়াত: ৪৪-৪৭*
[১৫৬] *আবু দাউদ হা: ৩৬৪৬*
[১৫৭] *সহীহ মুসলিম হা: ২৬১*
[১৫৮] *সহীহ বুখারী হা: ৪৭৭০*
[১৫৯] *সূরা কলাম আয়াত: ৪*
[১৬০] *সহীহ বুখারী হা: ৫০৬৩ সহীহ মুসলিম হা: ১০৪১*
[১৬১] *মিনহাজুস সুন্নাহ- ১/৪৭২ মাজমুউল ফাতওয়া-১৫/১৪৭*

তাঁকে ভালবাসা: আমাদের কাছে রাসূল ﷺ-এর অধিকার হচ্ছে তাঁকে নিজের পিতামাতা, সন্তানাদি এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাস। তাঁকে ভালবাসা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব এবং তা আল্লাহকে ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত। এ ভালবাসার দাবি হল, পছন্দ ও অপছন্দের ক্ষেত্রে রসূলের সাথে মিল হওয়া। অর্থাৎ তিনি যা ভালবাসেন তা ভালবাসা, তিনি যা অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾

অর্থ: হে রাসূল বলুন! যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, স্ত্রী, বংশ, সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ ও ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা করছ এবং বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর, যদি এসব তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা আল্লাহর তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা নিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।[১৬২]

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

অর্থ: নাবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর।[১৬৩]

এ ব্যাপারে আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বলেন: যতক্ষণ আমি তোমাদের কাছে পিতা-মাতা, সন্তানাদি এবং সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হব, তোমরা মুমিন হতে পারবে না।[১৬৪]

আল্লাহর রসূলের সাহাবীগণ তাঁকে ভালবাসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আলী رضي الله عنه-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনারা আল্লাহর রাসূলকে কেমন ভালবাসতেন? তিনি বলেন: আল্লাহর কসম! তিনি আমাদের কাছে আমাদের পিতা-মাতা, সন্তানাদি, ধন-সম্পদ এমনকি তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ঠাণ্ডা পানির চেয়েও অধিক প্রিয় ছিলেন।[১৬৫]

তাঁর আনুগত্য করা: আমাদের প্রতি রসূলের অন্যতম অধিকার হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা। এমনকি তাঁর অনুসরণকে আল্লাহর অনুসরণের মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই তাঁর অনুসরণের বিকল্প নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

অর্থ: আমি রাসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হয়।[১৬৬]

আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বলেন: যে আমার অনুসরণ করল, সে আল্লাহর অনুসরণ করল। আর যে আমার অবাধ্য হল, সে আল্লাহর অবাধ্য হল।[১৬৭]

তাঁকে সম্মান করা: তাঁর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা এবং যখন এগুলোর ক্ষতি হয়, তা প্রতিহত করা আমাদের প্রতি রসূলের অধিকার।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾

অর্থ: যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর।[১৬৮]

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাঁর এ অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নাবীর কণ্ঠে ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না।[১৬৯] এ ব্যাপারে

---

[১৬২] *সূরা আত-তাওবা আয়াত: ২৪*
[১৬৩] *সূরা আহযাব আয়াত: ৬*
[১৬৪] *সহীহ বুখারী হা: ১৫ সহীহ মুসলিম হা: ৪৪*
[১৬৫] *মাকানাতুস সুন্নাহ পৃ: ৪০*
[১৬৬] *সূরা নিসা আয়াত: ৬৪*
[১৬৭] *সহীহ বুখারী হা: ২৯৫৭, সহীহ মুসলিম হা: ১৮৩৫*
[১৬৮] *সূরা ফাতাহ আয়াত: ৯*
[১৬৯] *সূরা হুজুরাত আয়াত: ১*

সাহাবীগণ সবচেয়ে অগ্রগামী। কুরাইশরা উরওয়া বিন মাসউদকে আল্লাহর রসূলের কাছে পাঠালে রসূলের প্রতি সাহাবীদের সম্মান ও মর্যাদা দেখে বলেন: আমি অনেক রাজা-বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হয়েছি, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ ﷺ-কে তাঁর অনুসারীরা যেভাবে সম্মান করে অন্য কোন রাজা-বাদশাহকে তার অনুসারীদের এমন সম্মান করতে দেখিনি।[১৭০]

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে অন্তর, কথা ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে সম্মান করতে হবে। অন্তরের সম্মান হচ্ছে, এ বিশ্বাস করা যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, সকল কিছুর উপর তাঁর ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়া, বেশি বেশি তাঁর আলোচনা করা এবং তাঁর মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা। কথায় সম্মান হচ্ছে, কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন ব্যতীত উপযুক্ত প্রশংসা করা, সুন্নাতের প্রচার-প্রসার করা এবং বিশেষ করে তাঁর আলোচনার সময় দরূদ ও সালাম পাঠ করা। অঙ্গ-প্রতঙ্গের সম্মান হচ্ছে, তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং তা রক্ষা করা। সংক্ষিপ্ত কথায় তাঁর সম্মান হচ্ছে, তাঁর দেয়া সংবাদ বিশ্বাস করা, আদেশ মান্য করা, নিষেধ ও ধমক বর্জন করা এবং তাঁর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আমরা যেন কোন রকম সীমালঙ্ঘন ব্যতীত আমাদের প্রতি রসূলের অধিকারসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারি। ❐❐

শিয়াদের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আকীদাহ:

[২৫ পৃষ্ঠার পর থেকে]

আল্লাহ তা'আলার এই বাণী থেকে ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ মাসআলা গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহর রসূলের সাহাবীদেরকে ঘৃণাকারী রাফেযীরা কাফের। কেননা তারা সাহাবীদেরকে গালি দেয়, ঘৃণা করে ও তাদেরকে কাফের মনে করে। একদল আলেম রাফেযীদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।[১৭১] যারা আল্লাহর রসূলের সাহাবীদেরকে গালি দিবে তারা কাফের।

ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ইমাম মালেক খুব সুন্দর বলেছেন এবং আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা যে ব্যক্তি কোনো সাহাবীকে দোষারোপ করল অথবা সাহাবী থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত কোন হাদীসের ওপর আপত্তি উত্থাপন করল, সে আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যান করল এবং মুসলিমদের শরীয়তকে বাতিল সাব্যস্ত করল।

কাযী ইয়ায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, একদা আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদ মাসজিদে নববীতে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর নবী ﷺ-এর কবরের পাশে এসে ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর দারসে বসলেন। ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে সালাম জানানোর পর জিজ্ঞাসা করলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের সাহাবীকে গালি দেয় গণীমতের মালে তার কোনো অংশ আছে কি? জবাবে ইমাম মালেক বললেন, গনীমতের মালে তার কোনো অংশ নেই এবং তার কোনো কারামত বা সম্মানও নেই। কেননা সে কাফের। আর গনীমতের মাল কেবল মুসলিমদের জন্যই।

ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালি দিবে তাকে দোররা মারা হবে। আর যে ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে গালি দিবে তাকে হত্যা করা হবে। এর কারণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে গালি ও কষ্ট দিতে কঠোর ভাষায় নিষেধ ও সাবধান করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর।
২. তাফসীরে কুরতুবী।
৩. মিনহাজুস সুন্নাহ।
৪. তারতীবুল মাদারেক।
৫. মাজমু'আ ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়্যাহ
বিবিধ ।

(চলবে ইনশা আল্লাহ)

মানুষ নিরাশ হয়ে যাবার পরে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত।

(সূরা আশ শুরা আয়াত: ২৮)

[১৭০] *সহীহ বুখারী হা: ২৭৩১*
[১৭১] *দেখুন তাফসীরে ইবনে কাছীর, (৪/২১৯)*

কৃষি বার্তা

শ্রাবণ মাসের কৃষি

কৃষিবিদ মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন★

তর্জুমান ডেস্ক

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, শ্রাবণের অথৈ পানিতে খালবিল, নদীনালা, পুকুর ডোবা ভরে যায়, ভাসিয়ে দেয় মাঠঘাট, প্রান্তর এমনকি আমাদের বসতবাড়ির আঙিনা। তিল তিল করে বিনিয়োগ করা কষ্টের কৃষি তলিয়ে যেতে পারে সর্বনাশা পানির নিচে। প্রকৃতি সদয় থাকলে ভাটির টানে এ পানির সিংহভাগ চলে যায় সমুদ্রে। কৃষি কাজে ফিরে আসে ব্যস্ততা। আর এ প্রসঙ্গে জেনে নেব কৃষির বৃহত্তর ভুবনে কোন কোন কাজগুলো করতে হবে আমাদের।

আউশ : এ সময় আউশ ধান পাকে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পাকা আউশ ধান কেটে মাড়াইঝাড়াই করে শুকিয়ে নিতে হবে। বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ ধান হিসেবে সংরক্ষণ করতে হলে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে ভবিষ্যৎ ভালো বীজ পাওয়া যাবে।

আমন ধান : শ্রাবণ মাস আমন ধানের চারা রোপণের ভরা মৌসুম। চারার বয়স ৩০ থেকে ৪০ দিন হলে জমিতে রোপণ করতে হবে। রোপা আমনের আধুনিক এবং উন্নত জাতগুলো হলো বিআর-৩, বিআর-৮, বিআর-৫, বিআর-১০, বিআর-২২, বিআর-২৩, বিআর-২৫, ব্রি ধান-৩০, ব্রি ধান-৩১, ব্রি ধান-৩২, ব্রি ধান-৩৩, ব্রি ধান-৩৪, ব্রি ধান-৩৭, ব্রি ধান-৩৮, ব্রি ধান-৩৯, বিনাশাইল, নাইজারশাইল, বিনাধান-৪ এসব।

উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উপযোগী উফশী জাতের (ব্রি ধান-৪০, ব্রি ধান-৪১, ব্রি ধান-৪৪, ব্রি ধান-৫৩, ব্রি ধান-৫৪, ব্রি ধান-৫৬, ব্রি ধান-৫৭, ব্রি ধান-৬২ এসব) চাষ করতে পারেন।

খরা প্রবণ এলাকায় নাবি রোপা আমনের পরিবর্তে যথাসম্ভব আগাম রোপা আমন (ব্রি ধান-৫৩, ব্রি ধান-৫৪) চাষ করতে পারেন। সে সঙ্গে জমির এক কোণে গর্ত করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। আমন ধানের ক্ষেতে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য জমির উর্বরতা অনুসারে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

★ *তথ্য অফিসার (কৃষি), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫*

ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণের ১২ থেকে ১৫ দিন পর প্রথমবার ইউরিয়া সার ক্ষেতে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। প্রথম উপরিপ্রয়োগের ১৫ থেকে ২০ দিন পর দ্বিতীয়বার এবং তার ১৫ থেকে ২০ দিন পর তৃতীয়বার ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে চারা লাগানোর ১০ দিনের মধ্যে প্রতি চার গুছির জন্য ১৮ গ্রামের ১টি গুটি ব্যবহার করতে হবে। এজন্য চারা লাইনে রোপণ করতে হবে।

পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধানের ক্ষেতে বাঁশের কঞ্চি বা ডাল পুঁতে দিতে পারেন যাতে পাখি বসতে পারে এবং এসব পাখি পোকা ধরে খেতে পারে।

পাট : ক্ষেতের অর্ধেকের বেশি পাট গাছে ফুল আসলে পাট কাটতে হবে। এতে আঁশের মান ভালো হয় এবং ফলনও ভালো পাওয়া যায়।

পাট পচানোর জন্য আঁটি বেঁধে পাতা ঝরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে তারপর জাগ দিতে হবে।

ইতোমধ্যে পাট পচে গেলে তা আঁশ ছাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভালো করে ধোয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলে তাতে আঁশ ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে, এতে উজ্জ্বল বর্ণের পাট পাওয়া যায়। যেসব জায়গায় জাগ দেয়ার পানির অভাব সেখানে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচাতে পারেন। এতে আঁশের মান ভালো হয় এবং পচন সময় কমে যায়। তবে মনে রাখতে হবে পাট কাটার সঙ্গে সঙ্গে ছালকরণ করতে হবে, তা না হলে পরবর্তীতে রৌদ্রে পাটগাছ শুকিয়ে গেলে ছালকরণে সমস্যা হবে।

বন্যার কারণে অনেক সময় সরাসরি পাটগাছ থেকে বীজ উৎপাদন সম্ভব হয় না। তাই পাটের ডগা বা কাণ্ড কেটে উঁচু জায়গায় লাগিয়ে তা থেকে খুব সহজেই বীজ উৎপাদন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

তুলা : রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে আগাম শীত আসে, সে জন্য এসব অঞ্চলে এ মাসের মধ্যে তুলার বীজ বপন করতে হবে।

শাকসবজি : বর্ষাকালে শুকনো জায়গার অভাব হলে টব, মাটির চারি, কাঠের বাক্স এমনকি পলিথিন ব্যাগে সবজির চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ মাসে সবজি বাগানে করণীয় কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদায় মাটি দেয়া, আগাছা পরিষ্কার, গাছের গোড়ায় পানি জমতে না দেয়া, মরা বা হলুদ পাতা কেটে

ফেলা, প্রয়োজনে সারের উপরিপ্রয়োগ করা। লতানো সবজির দৈহিক বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণক্ষমতা তত কমে যায়। সেজন্য বেশি বৃদ্ধি সমৃদ্ধ লতা গাছের ১৫ থেকে ২০ শতাংশের পাতা লতা কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল ধরবে।

কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুণভাবে সহায়তা করবে। গাছে ফুল ধরা শুরু হলে প্রতিদিন ভোরবেলা হাতপরাগায়ন নিশ্চিত করলে ফলন অনেক বেড়ে যাবে। গত মাসে শিম ও লাউয়ের চারা রোপণের ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। আগাম জাতের শিম এবং লাউয়ের জন্য প্রায় ৩ ফুট দূরে দূরে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর করে মাদা তৈরি করতে হবে। বর্ষায় পানি যেন মাদার কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সম্ভব হলে মাচার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছপালা : এখন সারা দেশে গাছ রোপণের কাজ চলছে। ফলদ, বনজ এবং ঔষধি বৃক্ষজাতীয় গাছের চারা বা কলম রোপণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে একহাত চওড়া এবং একহাত গভীর গর্ত করে অর্ধেক মাটি এবং অর্ধেক জৈবসারের সঙ্গে ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। সার ও মাটির এ মিশ্রণ গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। দিন দশেক পরে গর্তে চারা বা কলম রোপণ করতে হবে।

ভালো জাতের সুস্থ্য স্বাস্থ্যবান চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে এবং খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিতে হবে। গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিতে হবে।

প্রাণিসম্পদ : আর্দ্র আবহাওয়ায় পোলট্রির রোগবালাই বেড়ে যায়। তাই সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে খামার জীবাণুমুক্তকরণ, ভ্যাকসিন প্রয়োগ, বায়োসিকিউরিটি এসব কাজগুলো সঠিকভাবে করতে হবে। বায়োসিকিউরিটির জন্য খামারকর্মীদের জীবাণুমুক্ত জুতা ও এপ্রোন পরে খামারে ঢোকা, কমবয়সী বাচ্চার বেশি যত্ন নেয়া, শেডে জীবাণুনাশক পানি স্প্রে করা, মুরগির বিষ্ঠা ও মৃত মুরগি খামার থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলা, পোলট্রি শেডের ঘরের মেঝে কস্টিক সোডার পানির দ্রবণ দিয়ে ভিজিয়ে পরিষ্কার করা। আর্দ্র আবহাওয়ায় পোলট্রি ফিডগুলো অনেক সময়ই জমাট বেঁধে যায়। সেজন্য পোলট্রি ফিডগুলো মাঝে মাঝে রোদ দিতে হবে।

বর্ষাকালে হাঁস মুরগিতে আফলাটক্সিন-এর প্রকোপ বাড়ে। এতে হাঁস মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এজন্য সূর্যমুখীর খৈল, সয়াবিন মিল, মেইজ গ্লুটেন মিল, সরিষার খৈল, চালের কুঁড়া এসব ব্যবহার করা ভালো। গবাদিপশুকে পানি খাওয়ানোর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ দূষিত পানি খাওয়ালে নানা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

ক্ষুরা, বাদলা, তড়কা, গলাফুলা রোগের প্রতিষেধক দিতে হবে। গো-খাদ্যের জন্য রাস্তার পাশে, পুকুর পাড়ে বা পতিত জায়গায় ডালজাতীয় শস্যের আবাদ করতে হবে। গরু, মহিষ ও ছাগল ভেড়াকে যতটা সম্ভব উঁচু জায়গায় রাখতে হবে।

গর্ভবতী গাভী ও বাছুরের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। বাছুরের পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। এজন্য নিয়মিত দুধ ও মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানোর পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি খাওয়াতে হবে।

মৎস্যসম্পদ : চারা পুকুরের মাছ ৫ থেকে ৭ সেন্টিমিটার পরিমাণ বড় হলে মজুদ পুকুরে ছাড়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে গত বছর মজুদ পুকুরে ছাড়া মাছ বিক্রি করে দিতে হবে।

পানি বৃদ্ধির কারণে পুকুর থেকে মাছ যাতে বেরিয়ে না যেতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য পুকুরের পাড় বেঁধে উঁচু করে দিতে হবে অথবা জাল দিয়ে মাছ আটকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

পানি বেড়ে গেলে মাছের খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সময় পুকুরে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন! আষাঢ়-শ্রাবণ মাস আমাদের কৃষির জন্য হুমকির মাস। এ কথা যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমাদের সবার সম্মিলিত, আন্তরিক ও কার্যকরী সতর্কতা এবং যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এ সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব। কৃষিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে আধুনিক কৃষি কৌশল যেমন অবলম্বন করতে হবে তেমনি সব কাজ করতে হবে সম্মিলিতভাবে। আর কৃষির যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার নিকটস্থ উপজেলা কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ১৬১২৩ এ নম্বরে যে কোনো মোবাইল অপারেটর থেকে কল করে নিতে পারেন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ। আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা কৃষিকে নিয়ে যাবে উন্নতির শিখরে।

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

☞ প্রশ্ন (১) : মুহাররম মাসকে 'মুহাররম, হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে কেন?

হাফিজ উদ্দীন, সোনাগাজী, ফেনী

উত্তর : এ মাসটি হারাম বা সম্মানিত হওয়ায় এবং এ মাসকে মর্যাদাপূর্ণ করার বিষয়টি জোরদার করার জন্য মুহাররম মাসকে মুহাররম অভিধায় নামকরণ করা হয়েছে।

☞ প্রশ্ন (২) : মুহাররম মাসে বেশি বেশি নফল সিয়াম পালন করার মর্মে কোনো ফযিলত বর্ণিত হয়েছে কি?

আরাফাত হোসেন, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী

উত্তর : হ্যাঁ, মুহাররম মাসে বেশি বেশি নফল সিয়াম পালনের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ.

বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, রমাযান মাসের রোযার পরে আল্লাহ্ তা'আলার মাস মুহার্‌রামের রোযাই সবচেয়ে ফাযীলাতপূর্ণ। হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

☞ প্রশ্ন (৩) আশুরার দিবসে সিয়াম পালনের ইতিহাস কী?

ইয়াসীন আলী, বাগমারা, রাজশাহী

উত্তর : আশুরার দিবসে সিয়াম পালনের ইতিহাস আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় আগমন করলেন।

অতঃপর ইয়াহুদিদেরকে আশুরার সিয়াম পালন করতে দেখলেন। তিনি বললেন, এ দিবসের সিয়াম পালন করার হেতু কী? ইতিহাস কী? তারা বলল, এটি একটি ভাল এবং মহত্তম দিবস। এ দিবসে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বানী ইসরাইলদের তাদের শত্রুদের কাছ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

অতঃপর তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দিবসের সিয়াম পালন করেন এবং নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যে, আমি তোমাদের চেয়ে মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে অনুসরণ করার বেশি হকদার।

অতঃপর তিনি এ দিবসের সিয়াম পালন করলেন এবং সিয়াম পালনের আদেশও দিলেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

☞ প্রশ্ন (৪) : নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রেরণের পূর্বে জাহেলি যুগে আশুরার দিবসের সিয়াম পালন করার প্রথা বিদ্যমান ছিল কি?

লাবিব হোসেন, রাণীনগর, নওগাঁ

উত্তর : হ্যাঁ, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রেরণের পূর্বে জাহেলী যুগে আশুরার দিবসের সিয়াম পালন করার বিধান ও প্রথা চালু ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، رواه الإمام أحمد

জাহেলী যুগের লোকেরা আশুরার দিবসের সিয়াম পালন করতো। হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন।

☞ প্রশ্ন (৫) আশুরার দিবসের সিয়াম পালনের উপর যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে সেই ফযীলত সম্পর্কে কিছু জানিয়ে ধন্য করবেন।

মুহা: উসামা, কালিয়া, নড়াইল

উত্তর : আশুরার দিবসের সিয়াম পালনের ফযিলতের ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেমন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

ইব্‌নু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আশূরার দিনের সওমের উপরে অন্য কোন দিনের সওমকে প্রাধান্য প্রদান করতে দেখিনি এবং এ মাস অর্থাৎ রমযান মাস এর উপর অন্য মাসের গুরুত্ব প্রদান করতেও দেখিনি। সহিহ বুখারী।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেনঃ

عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ " . قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আশূরার দিন সিয়াম পালন করেন এবং লোকদের সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহুদ এবং নাসারা এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইন শা আল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বললেন, এখনো আগামী বছর আসেনি, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়।[২]

☞ প্রশ্ন (৮) : শুধুমাত্র আশুরার দিবসের সিয়াম পালন করার বিধান কী?

বোরহান উদ্দীন, কাপাসিয়া, গাজীপুর

উত্তর : শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহি) বলেছেন, আশুরার দিবসের সিয়াম পালন করার সওয়াব হচ্ছে বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা। কেবলমাত্র আশুরার দিবসের সিয়াম পালন করা মাকরূহ নয়। তথা আশুরা দিবসের আগে এবং পরে যদি কেউ সিয়াম না রেখে শুধু আশুরার দিবসের সিয়াম পালন করে তাতেও কোন অসুবিধা নেই, সেদিন যদিও শনিবার অথবা জুমুয়ার দিন হয়। কারণ শুক্রবার ও শনিবারে সাধারণ সিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ। ফরজ সিয়াম, কাযা সিয়াম ও মানতের সিয়াম এ দিবসে রাখা নিষেধ নয় (আল-ফাতওয়া আল-কুবরা)। কারণ এ ব্যাপারে নাবী ﷺ হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أُخْتِهِ، - وَقَالَ يَزِيدُ الصَّمَّاءِ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَة�ٍ فَلْيَمْضُغْهُ "

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

আবূ কাতাদাহ ﵁ থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আশূরার দিনের রোযার দ্বারা আমি আল্লাহ্‌র নিকট বিগত বছরের গুনাহ মাফের আশা রাখি।[১]

☞ প্রশ্ন (৬) : আশুরা ও তাসূআ অর্থ কী?

মো: হারুন হুসাইন, শালিখা, মাগুরা

উত্তর : ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন আশুরা ও তাসূআ এ দুটি ইসমে মামদুদ প্রলম্বিত বিশেষ্য। আভিধানিক গ্রন্থে এ অর্থটিই প্রসিদ্ধ। পরিভাষায় মুহাররম মাসের দশ তারিখকে আশুরার দিবস বলা হয়। আর মুহাররম মাসের নয় তারিখকে তাসূআ বলা হয়। অধিকাংশ আলেমগণ এ মত প্রকাশ করেছেন। আর ইবনু কুদামা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আশুরার দিবস হল মুহাররম মাসের দশম দিবস। এটি সাঈদ ইবনু মুসায়্যাব ও হাসান আল বসরীর অভিমত। কারণ ইবনু আব্বাস ﵄ বলেনঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন (মুহার্‌রামের) দশম তারিখে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার রোযা পালন করতে আদেশ করেছেন। আবূ ঈসা ইবনু আব্বাস ﵄ হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। জামে' আত-তিরমিজি হা: ৭৫৫, হাদিসের মান: সহীহ

☞ প্রশ্ন (৭) : মুহাররম মাসের নয় তারিখের সিয়াম পালন করার বিধান কী? দলীলসহ জানতে চাই।

আ: হালিম, বেলাবো, নরসিংদী

উত্তর : মুহাররম মাসের ৯ তারিখে সিয়াম পালন করা সুন্নাহ।

দলীল হলো প্রিয় নাবী ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীস।

عن عَبْد اللَّهِ، بْن عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ

[১] *সুনান ইবনে মাজাহ হা: ১৭৩৮*

[২] *সহীহ মুসলিম হা: ২৫৫৬*

বোন আস-সাম্মা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আবদুল্লাহ ইবনু বুসর আস-সুলামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা শুধু শনিবারে সওম রেখ না। তবে ঐ দিন তোমাদের উপর ফরযকৃত সওম রাখতে পার। তোমাদের কেউ যদি সওম ভঙ্গের জন্য আঙ্গুর গাছের ছাল বা অন্য গাছের ডালা ছাড়া কিছু না পায়, তাহলে তা চিবিয়ে সওম ভঙ্গ করবে।[৩]

☞ প্রশ্ন (৯) : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আশুরার সিয়াম এক বছরের গুনাহ মিটিয়ে দিবে বা মুছে দিবে। এখন প্রশ্ন হলো কোন প্রকারের গোনাহকে মিটিয়ে দিবে? জানতে চাই।

ইসমাঈম হোসেন, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

উত্তর : শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন ; যেসব হাদীসের মধ্যে গুনাহ মিটিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে সে সমস্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছগীরা গুনাহসমূহ বা ছোট পাপসমূহ। বড় পাপসমূহ নয়।[৪]

☞ প্রশ্ন (১০) : আশুরার দিবসে মাতম করার বিধান কী?

রুহুল আমীন, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও

উত্তর : আশুরার দিবসে হুসাইন ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাতকে কেন্দ্র করে যে তাজিয়া ও মাতম করা হয়ে থাকে, তা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম, নিষিদ্ধ বিষয় ও বড় পাপ। এমনকি কেউ কেউ এ ধরনের কাজকে কুফুরি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ".

'বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ যারা শোকে গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করে, জামার বক্ষ ছিন্ন করে ও জাহিলী যুগের ন্যায় চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।[৫]

তিনি আরো বলেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ ".

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দু'টো স্বভাব মানুষের মাঝে রয়েছে, যা কুফ্র বলে গণ্য। বংশের প্রতি কটাক্ষ করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চৈঃরবে বিলাপ করা।[৬]

☞ প্রশ্ন (১১) : আশুরার দিবসের সিয়ামের সাথে কারবালার ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে কী?

ইলিয়াস হোসেন, সাভার, ঢাকা

উত্তর : আশুরার দিবসের সিয়াম মূলত মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নাজাতের সাথে সম্পৃক্ত। এটি কারবালায় হুসাইন ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ মর্মে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

ইব্নু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহুদীগণ 'আশুরার দিনে সওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সওম পালন কর কেন?) তারা বলল, এটি অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে মুক্তিদান করেন, ফলে এ দিনে মূসা (আলাইহিস সালাম) সওম পালন করেন।

আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে সওম পালন করেন এবং সওম পালনের নির্দেশ দেন।[৭]

---

[৩] *সুনান আবু দাউদ হা: ২৪২১*
[৪] *আল-ফাতওয়া আল-কুবরা ৫/২০৩*
[৫] *সহীহ বুখারী হা: ১২৯৭*
[৬] *সহীহ মুসলিম হা: ১৩০*
[৭] *সহীহ বুখারী হা: ২০০৪*

☞ ***প্রশ্ন (১২) : আশুরার দিবস উদযাপনের ব্যাপারে তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে তারা কারা ? জানতে চাই।***

রনি মোল্লা, ঝিনাইগাতী, শেরপুর

উত্তর : প্রথম শ্রেণীর লোক তারা হলো রাওয়াফিয-শিয়া, যারা এই দিবসে মাতম ও তাজিয়া মিছিল করে। অর্থাৎ মুখ চাপড়ানো এবং বুকের দিক থেকে কাপড় ছেঁড়াছিড়ি ইত্যকার হারাম কর্ম করে এ দিবসটি উদযাপন করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক, তারা হলো নাওয়াসিব সম্প্রদায় অর্থাৎ যাদের অন্তরে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার বংশধরের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। তথাপি তারা এ দিবসে আনন্দ-উল্লাস, ভালো ভালো খাবার পাকিয়ে ভোজন, চোখে সুরমা লাগিয়ে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে অলঙ্কার পরিয়ে আনন্দ ও খুশির কাজ সম্পাদন করে দিবসটি উদযাপন করে। এ দুই সম্প্রদায়ের কাজের মাঝে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের লোক, যারা দুই সম্মানিত নাবী এবং রসূলের অনুসরণে এ দিবসের সিয়াম পালন করে থাকেন। আর তারা হলেন মূসা আলাইহিস সালাম এবং আমাদের নাবী মুহাম্মদ ﷺ-এর নীতি অনুসরণকারী। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ সিয়াম পালন করেছিলেন। আর আমাদের প্রিয় নবী ﷺ সিয়াম পালন করেন এবং তার উম্মাতকে সিয়াম পালনের আদেশ দেন। মূসা আলাইহিস সালাম নাবী এবং রাসূল ছিলেন। আমরা তার অনুসরণের বেশি উপযুক্ত এবং বেশি হকদার।

☞ ***প্রশ্ন (১৩)*** **: আশুরাকে ঘিরে কী কী বিদ'আত সমাজে প্রচলিত রয়েছে?**

জুবায়ের হোসেন, মেলান্দহ, জামালপুর

উত্তর : ১. চোখে সুরমা লাগানো ২. গোসল করা। ৩. খেযাব লাগানো ৪. মহিলাদের মেহেদী ব্যবহার করা। ৫. মাতম করা। ৬. শোক পালন করা, গণ্ডদেশে চাপড়ানো ও বক্ষের কাপড় ছেঁড়াছিড়ি করা ৭. এ দিবসকে ঈদ ও আনন্দ-উৎসবের দিবস হিসেবে গ্রহণ করা। ৮. বিলাপ করা। ৯. পরিপারের জন্য মাত্রাতিরিক্ত খাদ্যভোজনের ব্যবস্থা করা। ১০. করমর্দন (মুসাফাহা) করা। উপরোল্লিখিত কার্যাবলীর ব্যাপারে রাসূল ﷺ, সাহাবিগণ, তাবিয়িগণ ও প্রসিদ্ধ চার ইমাম কর্তৃক কোনো সহীহ ও যয়ীফ হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে কতক বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীস পাওয়া যায়, যার কোন ভিত্তি নাই।

☞ ***প্রশ্ন (১৪) : মুহাররম মাসে আমার বিবাহর কথাবার্তা, পাত্রি দেখা ও যাবতীয় বিষয় চূড়ান্ত হয়ে যায় কিন্তু আমাদের গ্রামের মুরব্বিরা বললেন যে এ মাসে বিবাহ দেওয়া অশুভ। আমরা তাদের কথায় বিবাহ স্থগিত রাখি। আমার প্রশ্ন সত্যিই কি এ মাসে বিবাহ দেয়া অশুভ? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

আতাউর রহমান, মাদারীপুর, টেকেরহাট

উত্তর : মুহাররম মাসে বিয়ে-শাদী অশুভ মনে করা একটি কু-ধারণা, যা সম্পূর্ণ অবাস্তব। কোনো দিন বা মাসকে কুলক্ষণ মনে করা জাহেলী যুগের ধারণা। শরীয়ত এ ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও শিরকি ধারণা বলে অভিহিত করেছে। হাদীসে এসেছে,

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ। অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরক।[৮]

মুহাররম মাসে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদতের কারণে এক শ্রেণির লোক এ মাসকে শোকের মাস মনে করে থাকে, যা তাদের মনগড়া বিষয়। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদত অবশ্যই মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত হৃদয় বিদারক, কিন্তু এ কারণে কোনো মাস বা সময়কে অশুভ মনে করার অবকাশ নেই।

পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে সব আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে। কোনো দিবস-রজনী, সপ্তাহ, মাসের এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। জাহেলী যুগে শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদী করাকে অশুভ মনে করা হত।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟»

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এই ধারণাকে এই বলে খণ্ডন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শাওয়াল মাসেই বিয়ে করেছেন এবং এ মাসেই বিবাহ-রজনী উদযাপন করেছেন। অথচ তাঁর অনুগ্রহ লাভে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আর কে আছে?[৯]

অতএব প্রমাণিত হল, কোনো দিন বা মাসকে কোনো কাজের জন্য অশুভ মনে করা ঠিক নয়। এ ধারণা সম্পূর্ণ অলীক, শিরকপ্রসূত।

---

[৮] *সুনান আবু দাউদ হা : ৩৯১০ সহীহ*
[৯] *সহীহ মুসলিম হাদীস : ১৪২৩*